



কেন একসঙ্গে সবাই মিলে পদত্যাগ? যে বিরোধ দেখা দিয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, তা কি মেরামত করা যাবে? তা নিয়ে সংশয়ে তৃণমূলের কিছু নেতা। ...বিস্তারিত পাতা ৩



মঙ্গলবার অমর কথাসাহিত্যিক তারাস্বর্কার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫ বর্ষ জন্মজয়ন্তী পালিত হলো লাভপুর ব্লকের ধাত্রীদেবতা অঙ্গনে। ...বিস্তারিত পাতা ৫



বুটির জেরে বিপর্যস্ত উত্তরাঞ্চ। ধস নেমেছে একাধিক এলাকায়। ধসের কারণে বন্ধ ব্রতীনাথ এবং যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি। ...বিস্তারিত পাতা ৬



নতুন দলে, নতুন সতীর্থদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আগেই লিওনেল মেসির কাঁধে উঠল অনেক বড় দায়িত্ব। ইন্টার মায়ামির নেতৃত্ব পেয়েছেন লিও। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মণিপুর ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে পথে নামছে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ মণিপুর ইস্যুতে এবার ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামীকাল থেকে এক মাস ব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির গোটা দেশ সর্বব হয়েছে। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে গোটা রাজ্য জুড়ে এই আন্দোলন চালানো হবে বলে জানিয়েছেন, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। গত তিন মাস ধরে অশান্ত মণিপুর। একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটছে। ভাইরাল ভিডিওর কারণে নারী নির্যাতন নিয়ে গোটা দেশ সর্বব হয়েছে। বিজেপি বিরোধী জোটের প্রতিনিধিরা সংসদ ভবনের ভিতরে-বাইরে সর্বব হতে শুরু করেছেন তাঁরা। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের দাবি মণিপুর নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভায় আলোচনা



করতে হবে। সংসদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করছেন তাঁরা। এই অবস্থায় রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বুধবার এই কর্মসূচি শুরু হবে দক্ষিণ কলকাতা থেকে। এছাড়া সমস্ত সাংগঠনিক জেলায় তাদের এই কর্মসূচি চলবে। তিনি জানিয়েছেন, “যতক্ষণ না অবধি প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিচ্ছেন, ততক্ষণ অবধি এটি চলবে। ধাপে ধাপে প্রতিদিন গোটা রাজ্যে মিছিল বা সভা করা হবে।” ফলে মণিপুর ইস্যুতে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে চাপ বাড়ানোর কৌশল নিল বাংলার শাসক দল।

এসএসসি মামলায় ‘সুপ্রিম’ নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ওএমআর শিট জনসমক্ষে প্রকাশ নয়, জমা দিতে হবে সিলবন্ধ খামে। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনকে ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। তবে সেই নির্দেশের উপর আজ স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু ও বিচারপতি বেলা ক্রিসেদীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। ওএমআর শিট জনসমক্ষে প্রকাশ করার বদলে সিলবন্ধ খামে করে তা সুপ্রিম কোর্টে জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে আদালতে।

উল্লেখ্য, এসএসসির একাদশ ও দ্বাদশে ওএমআর শিট নষ্ট করে চাকরির অভিযোগ উঠেছিল। এরই মধ্যে মামলা গড়ায় শীর্ষ আদালতে। মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, “আমরা গত সাত বছর ধরে কাজ করছিলাম। একজন কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। ২০১৬-র নিয়োগ পরীক্ষার পরিপেক্ষিতে রাস্তাবিহীন সহযোগী শিক্ষক পদে চাকরিতে যোগ দেন বিচারপতির অনুমতিতে। পরে সেই নিয়োগ বাতিল হয়ে যায়।” মামলাকারীদের বক্তব্য, কেন তাদের নাম প্রকাশ করা হবে? তাঁরা গত সাত বছর ধরে চাকরি করছেন। তাদের নামের সঙ্গে কোনও কলঙ্ক নেই। সেফেক্রে কোন আইনের জোরে তাদের নাম-টিকানার এই তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে? সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ওই ওএমআর শিটগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ না করে মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা করার জন্য। এই বিষয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা, “সুপ্রিম কোর্টের ঠিক স্থগিতাদেশ দেয়নি। নাম ও রোল নম্বর প্রকাশের যে নির্দেশ হাইকোর্ট দিয়েছিল, সেটি সুপ্রিম কোর্টও বাতিলে। ওএমআর শিট শুধু প্রকাশ না করার জন্য বলা হয়েছে। তখন দাবি করা হয়, তাহলে যেন ওএমআর শিট আদালতে জমা করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে।”

‘জঙ্গি সংগঠনের নামেও ইন্ডিয়া থাকে’ বিরোধী জোটকে তুলোখোনা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃ জঙ্গি সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নামে “ইন্ডিয়া” আছে। নিষিদ্ধ সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার (পিএফআই) নামেও আছে ‘ইন্ডিয়া’। তাই বিরোধী জোটের নাম ‘ইন্ডিয়া’ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স) রাখার যে কৌশল নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধিরা, তাতে বিভ্রান্ত হবেন না দেশের মানুষ। এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেইসঙ্গে বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ দাবি করছেন, মোদি বলছেন যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তৈরি করেছিলেন এক ইংরেজ। একইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে ইন্ডিয়া থাকলেও সেই কোম্পানি ইংরেজরাই তৈরি করেছিলেন। আর মোদির সেই বেকজির আক্রমণের প্রেক্ষিতে মুখে হাসি ফুটেছে বিরোধী নেতাদের। তাদের বক্তব্য, মোদির কথায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছেন যে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের কারণে ভয় পেয়ে গিয়েছেন তিনি। পড়েছেন চাপে। বিরোধীদের দাবি মতো মোদি সত্যিই চাপে পড়েছেন কিনা, তা সময় বলবে। তবে ‘ইন্ডিয়া’ জোট গঠন করে বিরোধীরা যে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সর্বব হয়েছে, তা রুখতে প্রতি-আক্রমণের পথেই হটেন মোদি। বাদল অধিবেশনের শুরু থেকে যেভাবে সংসদের উভয় কক্ষে মণিপুর ইস্যুতে মোদির বিবৃতির দাবি তুলেছেন বিরোধীরা, সেই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সকালে গেরুয়া শিবিরের সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই ‘অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স’ নীতিবাক্য মেনে বিজেপি সাংসদদের বার্তা দেন। সূত্রের খবর,

মোদি বলেন যে বিরোধী নেতাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা বেরকম আচরণ করছেন, তাতে স্পষ্ট গিয়েছে যে তাঁরা বিরোধী আসনে থাকবেন। আর সেটা আগেগেই নিজেদের মাথায় ঢুকিয়ে নিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, বিরোধীরা ‘ইন্ডিয়া’ নাম দিয়ে গিমিক তৈরি করার চেষ্টা করলেও তাতে লাভ হবে না। ফ্রেন্স নামে ‘ইন্ডিয়া’ থাকলে যে কিছু হবে না, তো বোঝাতে গিয়ে জঙ্গি সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, নিষিদ্ধ সংগঠন পিএফআইয়ের প্রসঙ্গেও উত্থাপন করেন মোদি। পরে বিষয়টি নিয়ে রবিশংকর বলেন, “আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদিজিকে নিয়ে গর্বিত আমরা। উনি একটা ন্যাা আশা জাগিয়ে তুলেছেন। ২০২৪ সালেও আমরা ক্ষমতায় আসতে চলেছি। পুরো বিশ্ব সেটা জানে, পুরো দেশও সেটা জানে, বিরোধীরাও সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু বারবার বিরোধিতা করা হচ্ছে। ওরা বুঝে গিয়েছে যে ক্ষমতায় আসবে না। উনি (মোদি) একটি বড় মন্তব্য করেছেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তৈরি করেছিলেন একজন ইংরেজ। ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানিও তৈরি করেছিলেন ইংরেজরা। আজকাল লোকজন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন নামও রাখে। ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টও নাম রাখে। অর্থাৎ সামনে কিছু একটা বলা হয়। কিন্তু সত্যিটা আলাদা হয়।” সেইসঙ্গে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, “উনি (প্রধানমন্ত্রী মোদি) আমাদের ভোয়ের মতো জগ্ৰত হতে বলছেন। আমরা যাতে ক্ষমতায় ফিরে আসি, সেজন্য অপেক্ষা করছে দেশ। নিশ্চিতভাবে ২০২৪ সালে আমরা জিতব। ২০২৪ সালের ফলাফল বেরোলেই হেরো বিরোধীদের সংখ্যা কমে যাবে।” আর মোদির সেই মন্তব্যের পালাট দিয়েছেন বিরোধী নেতারা। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ মুখোপাধ্যায় দাবি, “ইন্ডিয়া জোট তৈরি হওয়ার পর মোদি যে আকর্ষিত হয়ে পড়েছেন, সেটা আজ বোঝা যাচ্ছে।” আবার সিপিআইএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, “মোদি যে মন্তব্য করেছেন, তাতে সন্ত্রাসবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে।”

ইডি-র চাওয়া নথি ‘উধাও’ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে চাপে বেশ কয়েকটি পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ পুরনিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবার ওএমআর শিট চেয়েছে যার জেরে একাধিক পুরসভা ও পুর নগরোন্নয়ন দফতর বিপাকে পড়েছে। কারণ অনেক পুরসভা থেকেই নিয়োগ সংক্রান্ত নথি উধাও হয়ে গিয়েছে। ফলে চাপে রয়েছে একাধিক পুরসভা কর্তৃপক্ষ। বিপাকে পড়তে চলেছে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনও। ওএমআর শিট ‘উধাও’ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে চাপানউতেরা। আদৌ তা কী ছিল,



সেটা নিয়েই বর্তমানে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কী পরীক্ষা হয়েছিল, নাকি আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে পুরসভাগুলিতে কর্মী নিযুক্ত হয়েছিলো, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবেই নিয়োগের ছত্রে ছত্রে যে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তাকে আরও জোরাল করছে ওএমআর শিট ‘উধাও’কাণ্ড। সেফেক্রে পুর ও

নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে, যে ওএমআর শিট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্ভিগ্ন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দফতরের শীর্ষ কর্তারা। কোথা থেকে ওএমআর শিটগুলির জোগাড় হবে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলিও চিন্তায় পড়েছে। সূত্রের খবর, পুর নিয়োগ ধৃত অরুন শীলের সংস্থা এবিএস ইনফোজোন প্রাইভেট লিমিটেডের উপরই দোষ চাপিয়ে নিজেদের পেরেছেন সংশ্লিষ্ট দফতরের শীর্ষকর্তারা। যে সময়ের নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে, সেই সময়ের যাবতীয় পরীক্ষার নথিপত্র জোগাড় করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন পুরকর্তারা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মাস দুয়েক আগে আলিপুরে সিবিআই বিশেষ আদালতে পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে এফআইআর দায়ের করে সিবিআই। এর পরে উত্তর ২৪ পরগনা-সহ অন্যান্য জেলায় মোট ১৪টি পুরসভায় তদ্রাশি চালান তাঁরা। ওই সব পুরসভা থেকে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তুত নথি পাশাপাশি এই তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। সম্প্রতি পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের ভর্তসনার মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ২০১৪ ও ২০১৭ সালের পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত নথি নগরোন্নয়ন দফতর ও মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের কাছে তলব করা হয়েছে। ওই সব নথিও ইডির হাতে এসেছে। সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

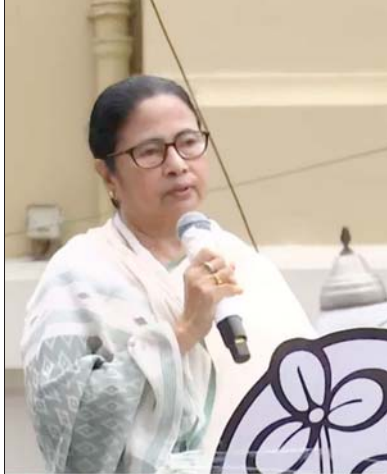
দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ রাজ্যের শিক্ষা দফতরকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী দশ দিনের মধ্যে হাইকোর্টের লিগ্যাল এইড সার্ভিসে এই জরিমানার অঙ্ক জমা দিতে হবে। মঙ্গলবার একটি মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক বেঞ্চ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে হাইকোর্টের তরফে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর না হওয়ায় নতুন করে বিষয়টি নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। নতুন করে মামলা করা হয়। সেই মামলায় শিক্ষা দফতরকে এই জরিমানা করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুরে ২০১২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে স্বজন পোষণের অভিযোগ নিয়ে আদালতে একটি মামলা হয়েছিল। ২০১৬ সালের ওই মামলায় আদালত শিক্ষা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। ওই সময়ে স্বজন পোষণের মাধ্যমে কাদের চাকরি হয়েছিল, সেই বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে বলেছিল হাইকোর্ট। কিন্তু ২০১৬ সালের পর থেকে এতগুলি বছর

মোদিকে জবাব মমতার ‘ইন্ডিয়া’ নামটা তাঁর পছন্দ হয়েছে, তাই এসব বলছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ উপাচার্য নিয়োগ হোক বা পঞ্চায়েত ভোট, একাধিক ইস্যুতে সাম্প্রতিককালে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে রাজ্য-রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ খবর প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল বদ্ব রাজনীতির আঙিনায়। যদিও মঙ্গলের বিকালে বৈঠক শেষে বেশ হাসিমুখে বের হতে দেখা গেল মমতাকে। সংবাদিকদের উদ্দেশে বললেন, “চা খেয়েছি। বিস্কুট খাইনি। দুধ চা খেয়েছি।” এদিকে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বিধানসভার বাদল অধিবেশন। কিন্তু, মমতার দাবি, পাশ করারোন মতো বিল ছাড় প্রায় নেই। তা এ বিষয়ে কথা বলতেই এদিন তিনি রাজভবনে মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, “অধিবেশন শুরু হয়েছে। কিন্তু, বিল প্রায় হতে নেই। কিন্তু, তবু বছরে কতগুলি দিন তো অধিবেশন করতেই হয়। কিন্তু, বিল খুঁজে পাছি না। সব পাশ হয়ে গিয়েছে আগেই। সেই জন্য রাজপালকে বলে গেলাম দুটো বিল হতে পারে। সেটাও ফাইনাল বিল। সেটা করে দিলে আমরা বিধানসভায় এটা আলোচনা করতে পারি। প্রধানত এ জন্যই আজ এসেছিলাম। আর অন্য কোনও ব্যাপার নয়।” তবে কী কী বিল সে বিষয়ে এদিন বিশদে বলতে চাননি মমতা। বলেন, “যতক্ষণ বিলটা রাজ্যপাল পাশ না করছেন ততক্ষণ আমরা এ বিষয়ে কিছু বলি না। এটাই নিয়ম।” অন্যদিকে আচার্য বিল নিয়েও কোনও কথা হয়নি বলেও জানান মমতা। স্পষ্ট বলেন, “ওটা তো পড়ে আছে। যখন হবে তখন হবে। ওটা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করিনি।” প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বারবারই শিক্ষা দফতরের সঙ্গে

মোদিকে জবাব মমতার

‘ইন্ডিয়া’ নামটা তাঁর পছন্দ হয়েছে, তাই এসব বলছেন



ব্রাত্য বসু। যদিও মমতার কথায়, “আমি আজ এসব নিয়ে কোনও আলোচনা করিনি। যখন করব তখন বলব।” এদিন প্রধানমন্ত্রীর ‘ইন্ডিয়া’ জোট নিয়ে কটাক্ষের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শিক্ষা দফতরকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, নির্দেশ বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ রাজ্যের শিক্ষা দফতরকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী দশ দিনের মধ্যে হাইকোর্টের লিগ্যাল এইড সার্ভিসে এই জরিমানার অঙ্ক জমা দিতে হবে। মঙ্গলবার একটি মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক বেঞ্চ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে হাইকোর্টের তরফে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর না হওয়ায় নতুন করে বিষয়টি নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। নতুন করে মামলা করা হয়। সেই মামলায় শিক্ষা দফতরকে এই জরিমানা করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুরে ২০১২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে স্বজন পোষণের অভিযোগ নিয়ে আদালতে একটি মামলা হয়েছিল। ২০১৬ সালের ওই মামলায় আদালত শিক্ষা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। ওই সময়ে স্বজন পোষণের মাধ্যমে কাদের চাকরি হয়েছিল, সেই বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে বলেছিল হাইকোর্ট। কিন্তু ২০১৬ সালের পর থেকে এতগুলি বছর

পেরিয়ে যাওয়ার পরও সেই নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে আবার নতুন করে মামলা করা হয় আদালতে। মামলাকারীর পক্ষেই আইনজীবীর বক্তব্য, ওই সময়ে বেআইনিভাবে যারা চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ, তাঁদের চাকরি বাতিল করা হোক। একইসঙ্গে বিষয়টি যাতে আদালত তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেয়, সেই আবেদনও জন্মটো হয়। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার শিক্ষা দফতরকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করল আদালত। তদন্তে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যাবে, তাঁদের থেকে টাকা আদায় করে জরিমানার অঙ্ক জমা দিতে হবে বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট। এর পাশাপাশি আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট আদালতে জমা করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে। আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, যদি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই না থাকে, তাহলে তাঁর পদত্যাগ করে দেওয়া উচিত। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

২০ বছর পর ফের লোকসভায় আস্থাভোট মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের কৌশল ‘ইন্ডিয়া’র

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃ মণিপুর হিংসা নিয়ে সংসদে সীমাহীন সময়ের জন্য আলোচনা দাবিতে, মোদি সরকারের উপর চাপ বাড়াতে, লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চলেছে বিরোধীদের জোট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স। সূত্রের খবর, এই বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছেন আম আদম পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা। প্রসঙ্গত, ২০ বছর পর, ভারতের নির্বাচিত কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চলেছে বিরোধী পক্ষ। এর আগে, ২০০৬ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে শেষবার অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। মণিপুর হিংসা নিয়ে সংসদের ভিতরে বিরোধী বনাম সরকারের চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যে, মঙ্গলবার সকালে সংসদে তাদের পরবর্তী কৌশল নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধী দলগুলির সংসদীয় নেতারা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাঞ্জোর কার্যালয়কে এক বৈঠক করুন। সেখানেই লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, প্রমোদ তিওয়ারি, আম আদমি পার্টির রাঘব

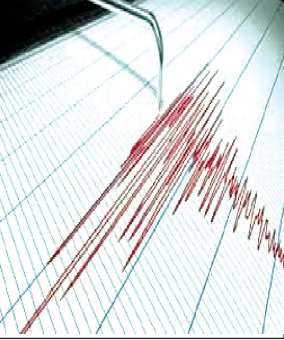
চাড্ডা, তৃণমূল কংগ্রেসের ডেরেক ও’ব্রায়েন প্রমুখ। সূত্র মতে, অনাস্থা প্রস্তাব আনার বিষয়ে ইন্ডিয়া জোটের সবকটি দল একমত হয়েছে। হিংসা-ধ্বস্ত মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কীভাবে কথা বলতে বাধ্য করা যায়,



সেই বিষয়ে বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে আলোচনার পরই, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা মনে করছে, এই বিষয়ে সরকারকে আলোচনা শুরু করতে বাধ্য করার জন্য এটি একটি কার্যকর উপায়। তবে শুধু লোকসভাতেই নয়, মণিপুর ইস্যুতে রাজ্যসভার বিজেপি সরকারকে কীভাবে কোণঠাসা করা যায়, তারও কৌশল নির্ধারণ করছে বিরোধী দলগুলি। উল্লেখ্য, কংগ্রেস এই প্রস্তাব আনার পিছনে

বিরোধীদের লক্ষ্য, সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য রাখতে ব্যর্থ করা। কোনও সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলে, ভোটভূতির আগে সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। বিরোধীরা সেই প্রস্তাবের জবাব দেন। ২০০৬ সালে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজকে ফের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে, কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। বাজপেয়ীর পক্ষে সংখ্যা থাকলেও, ওই অনাস্থা প্রস্তাবকে বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ভোটভূতিতে সহজ জয় পেয়েছিল সরকার। এনডিএ ভোটে পেয়েছিল ৩১২ এবং বিরোধীরা পেয়েছিল ১৮৬টি। এখাইএডিএমকে, ন্যাশনাল কনফারেন্স ভোটদানে বিরত ছিল। ময়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ২০১৮ সালে, মোদি সরকারের অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল ওয়াইএসআর কংগ্রেস। তবে, শেষ পর্যন্ত সভার কার্যক্রমে বারবার বিঘ্ন ঘটায় সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি।

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.০ মাত্রার ভূমিকম্প



জাকাতা, ২৫ জুলাই : ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব নুসা টেংগারা দ্বীপে মঙ্গলবার সকালে শক্তিশালী ভূমিকম্প কেঁপে উঠেছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়েছে ৬.০। তবে ভূমিকম্পে হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।জিওফিজিক্স এজেন্সি জানিয়েছে, এই মুহূর্তে সুমামির কোনো সম্ভাবনা নেই। সংস্থাটি বলেছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল তি মুর লেস্টের কাছে পূর্ব ইন্দোনেশিয়ান অঞ্চলের সমুদ্রের ৭৫ কিলোমিটার গভীরে।

মেঘালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে হামলা, পাঁচ নিরাপত্তাকর্মী আহত

শিলং, ২৫ জুলাইঃ সোমবার সন্ধ্যে মেঘালয়ের তুরায় মুখ্যমন্ত্রী কনরড সাংমা'র কার্যালয় লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে থাকে উদ্বেজিত জনতা। মুখ্যমন্ত্রী তখন অফিসেই ছিলেন। এই হামলায় মুখ্যমন্ত্রী সাংমা নিরাপদে থাকলেও পাথরের আঘাতে তাঁর পাঁচ নিরাপত্তা রক্ষী আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তুরা শহরের রাস্তের কারফিউ জারি করতে হয়।কয়েকমাস আগে মেঘালয়ে নির্বাচনের পর নতুন জোট সরকার তৈরি হয়েছে। এনপিপি নেতা কনরড সাংমার সঙ্গে জোট হয়েছে বিজেপি।র। অর্থা মৌদী-শাহর কথামতো মেঘালয়েও এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে।মেঘালয়ের রাজধানী শহর হল শিলং। কিন্তু গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের দাবি, তুরাকে মেঘালয়ের শীতকালীন রাজধানী বানাতে হবে। এই দাবি নিয়ে একটি গোষ্ঠী অনশন আন্দোলন চালাচ্ছে। তাদেরই একাংশের সঙ্গে এদিন বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী কনরড সাংমা।তুরায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় রয়েছে। সেখানে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতা ও প্রতিনিধিকে ডাকা হয়েছিল।

পয়েন্ট হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টেবলে ভারত দ্বিতীয়, শীর্ষে পাকিস্তান

দু'বাি, ২৫ জুলাই : টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় সংস্করণ শুরু হয়েছে। গত দু-বারই ফাইনালে উঠেও ভারত অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে হেরেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে পরবর্তী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর্ব শুরু করেছে ভারত। সিরিজে ভারত ১-০ ব্যবধানে জিতেছে। স্কোর লাইন হতে পারত ২-০। এখন নতুন সংস্করণের পয়েন্ট টেবিলের অবস্থা কি রকম?ইংল্যান্ডে আয়োজ ও শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজ চলছে। গত সোমবার শেষ হয়েছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ। কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে রয়েছে পাকিস্তান। এখন শতকরা হিসাবেই পয়েন্ট টেবিল তৈরি হয়। সেই হিসেবে পাক দলের পয়েন্ট ১২ হলেও শতকরা হিসেবে ১০০। ভারত রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে দুই টেস্ট থেকে ভারতের সংগ্রহ ১১ ও ৪ পয়েন্ট। শতকরা হিসেবে ৬৬, ৬৭।পয়েন্ট টেবলে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড। আ্যোসজে প্রথম দুটি টেস্টে জয় এবং একটিতে ড্র। অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট হতে পারত ২৮। কিন্তু স্লো ওভার রেটের জন্য অস্ট্রেলিয়া ২ পয়েন্ট কাটা গেছে। তাদের রয়েছে ২৬ পয়েন্ট। শতকরা হিসেবে ৫৪.১৭। আর লিডস টেস্টে জয় ও একটি ম্যাচে বৃষ্টির জন্য ড্রয়ের নিরিখে ইংল্যান্ডের পয়েন্ট হতে পারত ১৬। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মতো স্লো ওভার রেটে তাদেরও ২ পয়েন্ট কাটা গেছে। ফলে ইংল্যান্ডের এখন ১৪ পয়েন্ট, শতকরা হিসেবে ২৯.১৭।পয়েন্ট টেবিলে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া। কুইন্স পার্ক ওভালে দুই কবার তাদের খুলিতে ৪ পয়েন্ট। শতকরা হিসেবে ১৬.৬৭। শ্রীলঙ্কা একটি টেস্ট খেলেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের কাছে হারায় জন্য তাদের কোনও পয়েন্ট নেই। এদিকে তিনটি দল নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এখনও তাদের নতুন পর্বের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শুরু করেনি।

রোজগার মেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত ৭০,০০০ ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : নমস্কার, সম্প্রতি যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, একটি পাশাপাশি দেশের জন্যও এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ গত ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনারা সকলে সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনারের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাঁদের পরিবার জনগনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুত্ব,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনারদের সকলের সঙ্গে জন্য যমেন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে দেশের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেশেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য। সন্তোষ বার্ষিক পে ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনারদের সিদ্ধান্ত, আপনারদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমসয়ার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনারদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বনা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনারদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনারদের ছোট একটি প্রয়াস কারও ক্রাও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতিষ্ঠার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া

এসটিএফ-এর অভিযানে উদ্ধার ৪০-৪৫ কোটি টাকার হেরোইন ও ইয়াবা, গ্রেফতার তিন

শিলচর (অসম), ২৫ জুলাই : আবারও ডিআইজি (এসটিএফ) পার্শসারথি মহত্ত্বের নেতৃত্বে অসম পুলিশের সফল মাদক-বিরোধী অভিযান। এবার তাঁর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা মূল্যের ২.৫ কিলোগ্রাম হেরোইন এবং এক লক্ষ মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ এবং কাছাড় পুলিশ। তবে হেফাজত থেকে পালাতে গিয়ে

কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ স্কুলে নিয়োগ মামলার তদন্তে এ বার উপদেষ্টা কমিটির ভূমিকা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে সিবিআই। রাজ্য সরকারি স্কুলগুলিতে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষক এবং শিক্ষকমীদের বেআইনি নিয়োগের যে অভিযোগ উঠেছে, হাই কোর্টের নির্দেশে তদার তদন্ত করছে সিবিআই। তাহা গিয়েছে, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল ২০১৮ সালে। পরে তাঁদের সুপারিশেই নিয়োগ হয়। গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি কর্মী থেকে শুরু করে শিক্ষক

আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনারদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সম্ভ্রষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাকিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাকিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাকিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাছাই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাকিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুর্বলস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাকিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনারদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাকিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ করে শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্ক ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাকিং পরিষেবার কেলেক্টরি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাকিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাকিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্ক গুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। তাদের পরিশ্রমের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্ক সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমে অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনারদের সামনে। সেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড

পুলিশের গুলিতে ঘায়েল হয়েছে এক মাদক পাচারকারী। পুলিশের গুলিতে আহত মাদক পাচারকারীকে মল্লারে হত্যা করে বড়ভুল্লাই বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।মনোয়ারের শরীরিক অবস্থা সম্বন্ধাজনক বলে জানা গেছে। ঘটনা সোমবার রাতে কাছাড় জেলা সদর শিলাচরের রামনগর-চেংকু ডি বাইপাসে

আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ধাপ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাদের অভিনন্দন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যাকিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপনাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যাকিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আপনারা আজ যারা ব্যাঙ্ক দরিদ্র পেয়েছেন তারা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।বন্ধুগণ,যখন সঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর এক প্রমান বার কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছে দেশ। নীতি আয়োগের রিপোর্টে দেখা গেছে যে ৫ বছরের মধ্যে ভারতের সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ দরিদ্র রেখার ওপরে উঠে এসেছেন। ভারতের এই সাফল্যে সরকারি কর্মচারীদের পরিশ্রমও যুক্ত রয়েছে। দরিদ্র শ্রেণীর জনগণকে পাকা বাড়ি দেওয়ার প্রকল্প হোক বা তাদের জন্য শৌচালয় তৈরি করা বা বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার প্রকল্পই হোক না কেন, আমাদের সরকারী কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা যখন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের মনোবল বেড়েছে, বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এই সাফল্য এটাই প্রমান করে যে আমরা সকলে মিলে যদি ভারতকে দারিদ্র মুক্ত করার চেষ্টা চালাই তবে দেশ থেকে দারিদ্র সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। এই কাজের সঙ্গে নিজেদের দেশের সকল সরকারী কর্মচারীর ভূমিকা বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। গরিব কল্যাণে সঙ্গে যুক্ত যে প্রকল্পগুলি রয়েছে, আপনারদের সকলের সেগুলির বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং জনগণকে এ সম্পর্কে অবগত করতে হবে।বন্ধুগণ,ভারতে ক্রমাগত দারিদ্র হ্রাস পাওয়ার অন্য একটি দিকও রয়েছে। দেশে নিও মিডল ক্লাস আওতাবুক্ত জনগণ ক্রমশ উন্নত হচ্ছেন। কর্মসম্পাদনের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে তাদের সামনে। এই শ্রেণীর জনগণের নিজেদের চাহিদা রয়েছে, আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যায় উপাদানের কাজ চলছে। বর্তমানে আমাদের কারখানা ও উদ্যোগ ক্ষেত্রগুলি রেকর্ড পরিমান উপাদন করছে। আমাদের কারখানাগুলিতে বর্তমানে যখন রেকর্ড পরিমান উপাদান হচ্ছে তখন এর সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাচ্ছেন আমাদের যুবক-যুবতীরা। সাম্প্রতিক সময়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো নতুন রেকর্ড নিয়ে বা নতুন সাফল্য নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতে রেকর্ড পরিমান মোবাইল ফোন রপ্তানী হচ্ছে। দেশে এ বছরে প্রথম ৬ মাসের মধ্যে যতো সংখ্যক গাড়ি বিক্রি

যে কোনও রাজ্যেই হোক অথবা বিশ্বজুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণঃরাজ্যবর্ধন বাঠোর



নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃপশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর, রাজস্থান-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের প্রতি অপরাধের ঘটনা বিগত কিছু দিন ধরে প্রকাশ্যে আসছে। মহিলাদের প্রতি অপরাধের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপি সাাসন রাজ্যবর্ধন বাঠোর। গত সোমবার তিনি বলেছেন, যে কোনও রাজ্যেই হোক অথবা বিশ্বজুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।বিজেপি সাাসন রাজ্যবর্ধন বাঠোর এদিন সংসদে চমকে সাাবাদিকদের সম্মোমুখি হয়ে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মৌদীর সরকার ১১ কোটি ট্যালেট তৈরি করা থেকে শুরু করে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য অনেক কিছু করেছে...তিনি দেশে আচরণগত পরিবর্তনও এনেছেন...একটি আইন আছে যে ১২ বছরের কম বয়সী ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড হবে এবং ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট স্থাপন করা হয়েছে যেগুলি ভারত সরকার অর্থায়ন করেছে।

আলজেরিয়ায় দাবানলে নিহত ১০ সেনা ও ১৫ জন নাগরিক

আলজিয়াস, ২৫ জুলাইঃ আলজেরিয়ার জঙ্গলের আগুন নেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, রাজধানী আলজিয়াসের পূর্বে বেনি জিলা রিসোর্ট এলাকায় আগুন নেভানোর সময় ১০ সেনা নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়েছে। বাতাসের কারণে এই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। অগ্নিনির্বাপণ অভিানে প্রায় ৭,৫০০ অগ্নিনির্বাপক কর্মী, ৩৫০

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারে প্রতি

৮৩ ডলারের কাছকাছি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃআন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছকাছি এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩৯ টাকা, মুম্বইতে ডিজেল ৯৪.২২ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৮.০৩ টাকা, কলকাতায় ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের প্রথম দ্বিতীয় উদ্বোধনী বাণিজ্যে ব্রেন্ট ক্রুড ০.১৮ বা ০.২২ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.৯২ এ ট্রেড করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যাংক প্রতি ৭৮.৯৪ এ লেনদেন করছে, ০.২০ বা ০.২৫ শতাংশ বেড়েছে।

মনিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে জীবনতলায় মহিলাদের প্রতিবাদ মিছিল

জীবনতলা, ২৫ জুলাই : মনিপুরে দুই মহিলাকে ধর্ষণের পর বিবস্ত্র করে যোৱানোর প্রতিবাদে এবার পথে নামলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা। ক্যানিং ২ ব্লকের মহিলা তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে গঠিত বঙ্গ জননী কমিটির মহিলারা এদিন মুখে কালা কাপা বেঁধে থিকার মিছিল করেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা। মঙ্গলবার সকালে জীবনতলা থানা থেকে জিবনতলা বাজার পর্যন্ত কয়েক মাইল মহিলা তৃণমূল কর্মীদের সাথে নিয়ে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ছিলেন তৃণমূলের সাধারণ কর্মী ও সমর্থকরা।বিগত দু মাসের বেশি সময় ধরে মনিপুরে অশান্তি লড়ে। ইতিমধ্যেই একের পর এক বাড়ি, গাড়ি ডাচুর হয়েছে, আগুন লাগানো হয়েছে। এই অশান্তি থানানোর কোন উদ্যোগই নিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এরই মধ্যে সম্প্রতি দুই মহিলাকে ধর্ষণের পর বিবস্ত্র করে যোৱানোর ভিডিও সামনে এসেছে। আর তা নিয়েই দেশের রাজনীতি উত্তাল। সমস্ত রাজনৈতিক দল এর নিন্দা করেছে। বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সুশীল সমাজ এই ঘটনার প্রতিবাদে রাষ্টায় নেমেছেন। এবার সেই আন্দোলনে পা মেলালেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা। মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লার নেতৃত্বে এই মিছিলে যোগ দেন গ্রামের মহিলারা। কেন্দ্রের একের পর এক জনবিরোধী নীতিরও প্রতিবাদ করেন তাঁরা।

আয়োজিত হল অনুশিষ্য প্রকাশনীর আত্মপ্রকাশ ও পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান



সাবানা বেগম,কলকাতাঃগত ২৩ জে জুলাই, রবিবার কলকাতাস্থিত নলিনী গুহ সভাকক্ষে অনুশিষ্য প্রকাশনীর আত্মপ্রকাশ ও ইই প্রকাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন ড. আনন্দময় রায় এবং প্রকাশনীর কর্ণধার মহেনো বেগম। মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কবি সৈলিমের ইংরেজি কবিতা সংকলন ‘The Nest’, কবি তময় খাউর কবিতা সংকলন ‘ভালোবাসা নেই’, লেখিকা একতা গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুগল্প সংকলন ‘মাটির কাগজ’ ও তুহিন কান্তি সাহা সম্পাদিত নন্দন কবিতা সংকলন ও প্রকাশনীর নিজস্ব সাহিত্য পত্রিকা ‘লেখা ও লিপি’। এছাড়াও প্রকাশ পেয়েছে গবেষক সেখ আসরাফ আলির ইতিহাস বিষয়ক পুস্তক ‘পৌরাণিক ঐতিহ্যে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ইতিহাস’ ও ড. আনন্দময় রায়ের রচনায় ও সেখ আসরাফ আলির সম্পাদনায় মার্কসীয়, সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে প্রবন্ধ সংকলন ‘বুদ্ধিজীবীর মনন দাম্বিকতার দর্শন’। উক্ত অনুষ্ঠানে পুস্তক প্রকাশের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আয়োজন ছিল অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সঞ্চালনা করেছিলেন পারমিতা অধিকারী।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা, ২৬জুলাইঃমঙ্গলবার, ৯শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৬জুলাই ২০২৩, ৫৫৬ চৈনচন্দ্র, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৯ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মঘসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্বালাঃ, বাংলাদেশঃ৯ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৩১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরপূর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ ‘তিথিঃগণপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৮৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিঃযোগঃঅহিগণ্য অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩০ঃ৪ থেকে - ০২ঃ৩০ঃ২৪ঃ৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩০ঃ৬ঃ০২ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩০ঃ৬ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.১ডিগ্রী সেন্সিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এড্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলা। আশ্বেিকি অর্ধ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৬১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জ্যোয়ার-সকল ১১টা ২০ মিনিটএবং রাত্র ১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-৬টা ২০ মিনিট। সূর্য উন্য় আজঃ ৪ টি ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ৬ টি ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেঘরাশিঃআপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। শুভ বৃষভ রাশিঃসম্ভান হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে মিথুন রাশিঃযে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ময়, সন্দেহ, রাগ, লোভ ইত্যাদির মত নেতিবাচক ভাবনাগুলিকে আপনার ছাড়া উচিত। শুভদিন থেকে পাওয়া আসন বিশেষ প্রশংসা আপনাকে খুশি করবে। তুলা রাশিঃআপনার মুঞ্চকার আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। বৃশ্চিক রাশিঃআত্মিক দৃষ্টিশতা এবং চাপ আপনার সাহায্য নষ্ট করতে পারে। আপনার উচিত মানসিক স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতশা এড়িয়ে চলা। ধনু রাশিঃআপনার বৈপ্লব্যো আচরণে আপনার একজন বন্ধুর কিছু সমস্যা হতে পারে। শুভদিন মকর রাশিঃভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছাড়বেন না যে ভাগ্যদেবী অলস বলে তা আপনার কোনদিন হতে না। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কার। কৃত্ত্ব রাশিঃআপনার ইচ্ছা শক্তির কারণে আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে রাশিঃ আধাঃস্মিকের পাশাপাশি শারীরিক উত্তেজিত জন ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা ভালজনক প্রমাণিত হবে। জীবনের অন্ধকার সময়ে, অথ

মহরম কমিটির সদস্যদের নিয়ে প্রশাসনিক সমন্বয় সভা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৪ জুলাই : আসন্ন মহরম যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে হাওড়া জেলা গ্রামীনের বিভিন্ন থানার উদ্যোগে বিভিন্ন মহরম কমিটির সদস্যদের নিয়ে প্রশাসনিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হলো। বিভিন্ন মহরম কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় ও মহরম কমিটির সদস্যদের প্রশাসনের সহযোগিতায় যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয় তার জন্য সমন্বয় সভা, উল্লেখ আগামী ২৯শে জুলাই অনুষ্ঠিত হবে মহরমা। এই উপলক্ষে শ্যামপুর থানার উদ্যোগে প্রশাসনিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্যামাপুরএর বিধায়ক কালীপদ মন্ডল ,হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ,শ্যামপুর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলফিকার আলী মোল্লা,শ্যামপুর থানার এসি কৃষ্ণেন্দু প্রামানিক,শ্যামপুর ১নং বিডিও তন্ময় কবী,শ্যামপুর ২নং বিডিও ফারহানাজ খানম।

অপরদিকে উলুবেড়িয়া থানার এবং বাড়িয়া থানার উদ্যোগে প্রশাসনিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সৈখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সৈখ আকবর আলি, উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক,উলুবেড়িয়া থানার আইসি রামেশ্বর ওঝা,সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজাপুর থানার উদ্যোগেও অনুষ্ঠিত হয় প্রশাসনিক সমন্বয় সভা।

পোড়া হাটের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ঃ সেলিম

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জুলাই : হাওড়ার মঙ্গলাহাটের পোড়া হাটের ব্যবসায়ীদের হাট্টেই পুনর্বাসন এবং যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে দাবি তুললেন সিপিএমের রাজ্য সাধারণ কমঃ সেলিম। পাশাপাশি হোটেল নজরদারিতে তদন্তেরও দাবি তুলেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, হাটে আগুন লাগেনি। আগুন লাগানো হয়েছে। হাওড়ার মঙ্গলহাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে পোড়া মঙ্গলাহাটে আসেন তিনি। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি এই হাট ব্যবসায়ীদের এখানে রেস্টেই পুনর্বাসন দিতে হবে। এবং তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বালি মাফিয়া থেকে চোর-জুজোলের শুরু করে প্রমোটারদের জন্য। বাকি মানুষের স্বার্থ তিনি দেখেন না। মমতা যে কমিটি তৈরি করেন তা লুটেরাদের বাঁচানোর জন্য। সিআইডি, ইবি সহ রাজা এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিরা এরা আসলে ত্যাকো গোপন করার জন্য, সঠিক তদন্ত করলে অনুর কনস সত্য বেরিয়ে আসত। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরও বলেন, এখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি এই ব্যবসার সঙ্গে নিরবশীল কুন্সি, মুটে, মজুর, কারিগরদেরও ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন দিতে হবে। এটা রাজ্য সরকারকে পুজোর আগে যত দ্রুত সম্ভব ঘোষণা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের এখানেই পুনর্বাসন এবং যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমাদের সময় শিবপুর বি ই কলেজের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে এসে জমি মেপে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। এখনও তাই করতে হবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কাজ করছেন বালি মাফিয়া, চোর, জোচর প্রমোটারদের জন্য। এর বাইরে তিনি সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ তিনি দেখেন না। এখানে সিট বা সিআইডি, ইডি বা সিবিআই চিকমতো তদন্ত করে না। সিআইডি চিকমতো তদন্ত করলে সব খুনের কিনারা হত। সিবিআই যদি চিকমতো তদন্ত করত তাহলে অভিনেদ জেলে থাকত। সেই কারণে আদালতের নজরদারিতে তদন্ত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যে সিট বা সিআইডি গঠন করেন তাদের কাজই হলো তথ্যকে গোপন করা। তিনি যে কমিটি করেন সেটা খাও কামাও কমিটি। আমাদের দাবি, আদালতের নজরদারিতে তদন্ত করতে হবে। উৎসবের মরসুমের আগেই এদের এখানেই দ্রুত পুনর্বাসন দিতে হবে এবং সব রকমের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।প্রসঙ্গত, এদিন সেলিম সিট’র হাওড়া হকাস সমিতির আয়োজনে এক পথ সভাতেও বক্তব্য রাখেন।

আলিয়ার বিরোধ কি মেরামত করা যাবে, সন্দিহান টিএমসিপিই

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাই : কেন একসঙ্গে সবাই মিলে পদত্যাগ? যে বিরোধ দেখা দিয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, তা কি মেরামত করা যাবে ? এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন খোদ তৃণমুলেরই সংশ্লিষ্ট কিছু নেতা। অভিযোগ, ওই প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া তো হচ্ছেই না, তার সঙ্গে একের পর এক দুর্নীতি হয়ে চলেছে। টেন্ডার ছাড়াই একজনকে স্টোন্টলের খাবারের বরাত দেওয়া হয়েছে। তিনি নিশ্চামানের খাবার দিলেও পড়ুয়ারা কিছু বলতে পারছেন না। এই সর্বের নেপথ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মীর সিদ্দিকির হাত রয়েছে বলেও দাবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ টাউন কাম্পাসের টিএমসিপি সাধারণ সম্পাদক ওয়াদিল আলম বলেন, “আলিয়া মুখামম্বীর স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এখানে নানা অনিয়ম চলছে। সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে বার বার অভিযোগ জানিয়েও কাজ না হওয়ায় আমরা ইন্তফার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” এই প্রসঙ্গে সংগঠনের প্রধান তৃণাক্ষুর



করবা। তবে আমরা নিশ্চিত যে, আলিয়ার পড়ুয়ারা আগের মতোই টিএমসিপির সঙ্গেই রয়েছে।” যদিও পদত্যাগীদের দাবি, পড়ুয়ারাও সব মিলিয়ে ক্ষুব্ধ। নানা কারণে ফ্লোড তৈরি হয়েছে। পড়ুাদের স্বার্থপূরণ করতে না পেরেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত। পদত্যাগীদের দাবি,

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে সাইকেল স্ট্যান্ড তৈরিতে দুর্নীতি হয়েছে।

অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক

আলিয়ার এক পড়ুয়া বলেন, “সিদ্দিকিদা দিনের পর দিন এখানে অরাজকতা করছেন। বার বার তাঁর নামে নালিশ করলেও উচ্চ নেতৃত্ব কোনও ব্যবস্থা নেননি।” পদত্যাগপত্রেরও এ সব উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রশাসনিক বিভাগ থেকে শুরু করে ওয়েবকন্স, কারও সঙ্গে টিএমসিপির কোনও যোগাযোগ নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিস্বার্থের মুখ্য প্রাতিক্ষার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তৃণাক্ষুর বলেন, “যা যা অভিযোগ রয়েছে, সব খতিয়ে দেখা হবে। সংগঠনের জন্য যেটা ভাল, সেটাই হবে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্যি হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।” তবে যাবতীয় অভিযোগ স্বীকার করছেন মীর সিদ্দিকি। তিনি বলেন, “আমি সংগঠনের স্বার্থেই যা করার করেছি। কোনও অন্যা্য কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত নই।” তাঁর বিরুদ্ধে অসামাজিক কাজকর্মের য়ে অভিযোগ উঠছে, তাকে অবস্থা গুরুত্ব দিতে চাননি সিদ্দিকি।

আরও দশ দিন স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী, পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি অনেকের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাই : এমনিতেই আজ এই পুজো, কাল ধর্মঘট, পশু বড় সমাবেশ হরেক



ছুতোয়া বিদ্বিত হয় পাঠক্রম। তার মধ্যে আদালতের নির্দেশ, রাজ্যে আরও দশ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্কুলেই রয়েছে বাহিনী। ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক শুরু হওয়া নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। শিক্ষকদের অনেকেই চিন্তিত পড়াশোনা নিয়ে। ১ আগস্ট থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শুরু হওয়ার কথা সমস্ত স্কুলে। আদালতের নতুন নির্দেশের ফলে যে সব স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে যাবে, সেখানে ৩ অগস্টের আগে

স্কুল গুলোই জানিয়েছে, এ নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছ থেকে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। যদিও পর্ষদের এক কর্তা বলেন, “যে সব স্কুলে এখনও বাহিনী রয়েছে, সেই সব স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানিয়েছেন, নিয়ম মেনেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।” যদিও কিছু স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, নিয়ম মেনে পরীক্ষা নেওয়ার কথা তারা পর্যদকে জানাননি। বরং নিয়মটা কী, সে ব্যাপারেই ঘোষণা তৈরি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের একটি স্কুলের শিক্ষক তথা মাধ্যমিক শিক্ষক

ও শিক্ষা কর্মী সমিতির এক সদস্যর কথায়, “আমাদের জেলায় বেশ কিছু স্কুলে বাহিনী রয়ে গিয়েছে। কয়েকটি স্কুলে বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কিছু ক্লাসরুমে ক্লাস শুরু হয়েছে। তবে এ ভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তখন প্রতিটি ক্লাসেই পরীক্ষা হওয়ার কথা।” তিনি জানিয়েছেন, পরীক্ষা কী ভাবে হবে, তা পর্যদকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শ্রু বলেন, “এ ভাবে স্কুলবাড়িগুলো কেন্দ্রীয় বাহিনী দখল করে রাখার ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার অধিকার বিপন্ন। কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার বিকল্প ব্যবস্থা করে অবিলম্বে স্কুলবাড়িগুলো খালি করে দেওয়া হোক।” দক্ষিণ ২৪ পরগনা মন্দিরবাজার এলাকার বাপবেরিয়া স্কুলের এক শিক্ষক জানিয়েছেন, তাঁদের স্কুল থেকে গত শনিবার জানিয়েছেন, নিয়ম মেনেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

“বাহিনী কবে যাবে, কোনও ধারণাই নেই। ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ১ অগস্ট থেকে শুরু করা যাবে কি না, আমরা অন্ধকারে। নিয়ম মেনে পরীক্ষা নেওয়ার কথা পর্যদকে বলিনি।”

কামারহাটির ইসআই হাসপাতাল কর্মীর রহস্যমৃত্যু

দূরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ২৪ জুলাই : ইএসআই হাসপাতালের কর্মীর রহস্যমৃত্যু। ৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর সোমবার কামারহাটির ইএসআই হাসপাতালের কর্মী বিপ্লব বোসের দেহ মিলল হাওড়ার গোলাবাড়ি এলাকায়। খুন নাকি আত্মহত্যা, এই নিয়ে ঘনাচ্ছে রহস্য। যদিও বিপ্লব বোসের পরিবারের তরফ থেকে মৃতের স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় লিপিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, বিপ্লবের মৃত্যুর নেপথ্যে তাঁর স্ত্রী। বিষয়টা ঠিক কি? কেন খুনের অভিযোগ? জানা গিয়েছে, ১০ বছর আগে মৃত বিপ্লব বোসের সঙ্গে বিয়ে হয় রাজারহাটের বাসিন্দা

চৈতালী উত্তাচার্যের। বাড়ির অমতই মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করেন যুগলা। তাঁদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই বিপ্লবের উপর অত্যাচার চলতে তার স্ত্রী। মৃতের পরিবারের দাবি, চৈতালী ইহানিং পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিল। এই নিয়ে মরুপতির মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। পরিবার সূত্রে খবর, হাসপাতালের কোয়ার্টারেই থাকতেন বিপ্লব। স্ত্রীর ব্যবহারের কারণেই নাকি বাড়িতে যেতে পারতেন না তিনি। আগেও নাকি বিপ্লব বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর অত্যাচারে। জানা গিয়েছে, গত চারদিন আগে বিপ্লব হঠাৎই

নিখোঁজ হয়ে যান। অভিযোগ, অবস্থা বেগতিক বুঝে তাঁর স্ত্রীও ঘরের সবকিছু নিয়ে তাঁর বাপের বাড়িতে পালিয়ে যায়। গত ২১ তারিখ বিপ্লব বোসের মা বেলঘরিয়া থানায় মিসি ডাউরি করা। অবশেষে বিপ্লবের ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে হাওড়া থেকে বিপ্লবের পাচগালা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই কামারহাটি থানার পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও কাউকে আটক বা প্রেপ্তার করা হয়নি। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করছে কামারহাটি থানার পুলিশ।

পুলিশের তৎপরতায় এক সপ্তাহের মধ্যে লুট হওয়া গহনা উদ্ধার জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৪ জুলাই : জয়নগর স্টেশন মোড়ে এক বয়স্ক মহিলার গহনা লুট করার এক সপ্তাহের মধ্যে লুট হওয়া গহনা উদ্ধার করলে জয়নগর থানার পুলিশ। গত সোমবার জয়নগর স্টেশন মোড়ে মন্দিরবাজারের মূলগিয়ার বাড়ি থেকে কুলতলির জামতলায় মেয়ের বাড়িতে যাবার উদ্দেশে এক বয়স্ক মহিলা ট্রকার ধ্বংস জনা জয়নগর স্টেশন মোড়ে আসে।আর ট্রকার স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তাঁর সাথে অপরচিত এক ব্যক্তি প্রথমে আলাপ করে।তার সাথে নানা রকমের গল্প করে। এবং তাকে নিজের কাছে থাকা একটি টাকার বাটিল দিয়ে বলে তুমি এগুলো রাখে। আর তোমার কাছে থাকা গহনা গুলো ও এই পুটিলিতে রাখে। নহলে রাত্তায় বিপদে পড়তে পারো।আর তাঁর কথায় বিশ্বাস করে ঐ মহিলা তাঁর গহনা গুলো এ অপরচিত ব্যক্তির দেওয়া পুটিলিতে



অবশেষে ঐ মহিলা জয়নগর থানার দ্বারস্থ হয় সোমবার রাতে। এবং ঐ অপরচিত ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করেন।আর অভিযোগ পাওয়ার পরে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস ঐ মহিলা তাঁর গহনা গুলো এ অপরচিত ব্যক্তির দেওয়া পুটিলিতে

সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ও নিজস্ব সোর্স মারফত সন্ধান লাগিয়ে মন্দির বাজারের মোড় থেকে মঙ্গলবার রাতে সারুখ সেখ নামে এক ব্যক্তিকে প্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের বাড়ি মথুরাপুর থানার ম্যোডাদল এলাকাসে মন্দিরবাজার থানার কাশিপুর এলাকায় শশুর বাড়িতে থাকে।ধৃতকে গত বুধবার জয়নগর থানা বারুইহুল মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে মহামান্য বিচারক ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশে দেন। এর পরে ধৃতকে নিজেরে ফেরাজতে নিয়ে গহনা গুলো উদ্ধার করে জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ। মঙ্গলবার জয়নগর থানায় দাঁড়িয়ে ঐ বয়স্ক মহিলার নাতি ওই দিনের ঘটনা তুলে ধরেন এবং গহনা ফিরে পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।আর সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সজাগ থাকার বার্তা দেন তিনি।

দূরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৫ জুলাই : সাপের কামড়ে মৃত্যু রুখতে দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের উদ্যোগ বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে। এবার সাপের ছোবলে মৃত্যু রুখতে গ্রামীণ চিকিৎসকদেরকে সচেতন করা ও তাঁদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলেন সরকারি চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বাইট ট্রেনিং হলে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৮ টি ব্লকের প্রায় ৫০ জন গ্রামীণ চিকিৎসক। বর্ষা শুরু হতেই সাপের কামড়ের সংখ্যা এক ধাক্কায় বেড়েছে বহুগুন। গত এক মাসে শুধু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালেই তিনশোর বেশি সাপে কাটা রোগী ভর্তি হয়েছেন। এরমধ্যে সম্প্রতি ক্যানিংয়ের একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে সাপের কাটাকাটা বিগত বছরগুলিতেও সাপের কামড়ে

ডেঙিতে কলকাতায় মৃতের সংখ্যা বাড়ল

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাই : ডেঙিতে আক্রান্ত হয়ে আরও দু’জনের মৃত্যু হল কলকাতায়। লেকটাইনের বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ৩০ বছরের এক মহিলায়। তিনি বাঙুর অ্যাডিনিউয়ের বাসিন্দা। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে তাঁর স্বর এবং অন্য উপসর্গ ছিল। ডেউলেশনে রাখা হয়েছিল তাকে। গত ২১ জুলাই মৃত্যু হয় ওই মহিলায়।

ডেঙিতে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে আরও এক জনের। ৬৬ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধ নদিয়ার তাহেরপুরের বাসিন্দা। গত ১৯ জুলাই কলকাতার কুলবাগানের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাকে। ২১ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গির উল্লেখ রয়েছে। মঙ্গলবার এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসে। প্রসঙ্গত, শনিবার শহরে ডেঙিতে প্রাণ হারিয়েছে দশ বছরের এক নাবালিকা। শনিবার পার্ক সার্কাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। কলকাতার পিকনিক গার্ডেনে তাঁর বাড়ি। বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাকে। ডেঙ্গির উপসর্গ ছিল। তার মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গির উল্লেখও রয়েছে।

ছেলের বটির কোপে পুজোয় বসা বাবার মৃত্যু

দূরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৫ জুলাই : মানসিক সমস্যার কারণে পুজো করতে বসা বাবার গলায় বটির কোপ মারল ছেলে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বানমনগাছি এলাকায়। এই ঘটনায় রীতিমতো শিউরে উঠল বানমনগাছি এলাকার মানুষজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বছর ৫৭-এর রঘুনাথ শিকদারের। আটক করা হয় ছেলে লিটন শিকদারকে। দত্তপুকুর থানা এলাকার বানমনগাছি মণ্ডলগাতি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন রঘুনাথ। ছেলে লিটন শিকদার অতীতে নেশা করতেন। পরবর্তীতে গত কয়েক বছর ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকেন বলেই জানা গিয়েছে। ছেলের চিকিৎসার জন্য বাবামা দুজনেই নানানভাবে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ছেলেকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হোমেও রাখা হয়েছিল বলে জানান মা অঞ্জু শিকদার। মঙ্গলবার সকালে বাবা রঘুনাথ শিকদার যখন পুজোর জন্য ঘরে বসে ছিলেন, সেই সময় ঘরে রাখা বাট দিয়ে ছেলে পিছন দিক থেকে গলায় কোপ দেয় বলে অভিযোগ। মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়েন রঘুনাথ। রক্তে ভেসে যায় ধরা। শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্ত্রী সহ প্রতিবেশীরা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পাশাপাশি অভিযুক্তকেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় প্রতিবেশীরা জানান, লিটন নেশাগ্রস্ত ছিল। সেই কারণেই মাঝে মাঝে ঝামেলা ঝগড়া হত বাবামামের সঙ্গে। এদিনের এই ঘটনা সামনে আশায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

হঠাৎই শুরু আইআরসিটিসি পরিষেবা, সাইট ও অ্যাপে টিকিট অমিল

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাই : আইআরসিটিসি সাইট ও অ্যাপে অমিল ট্রেনের টিকিট। অনেকটা সময় কেটে গেলেও এখনও পরিষেবা স্বাভাবিক না হওছায়। মঙ্গলবার সকালে আইআরসিটিসির তরফে টুইট করতে বাধ্য হয়। টুইটে বলা হয়েছে, প্রযুক্তিগত কারণের জন্যে টিকিট বুকিং পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের প্রযুক্তিগত দল সমস্যার সমাধান করছে। সমস্যা ঠিক হওয়ার সাথে সাথে আমরা অবহিত করব। তবে প্রযুক্তিগত এই সমস্যার জন্য বিপাকে পড়েন অসংখ্য রেলযাত্রী। মঙ্গলবার রাতে রেলের টিকিট বুকিং পরিষেবা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল। রেলের সরক্ষণ সংক্রান্ত সফটওয়্যারের রক্ষণাবেক্ষণের কারণে রাত ১১ টা ৪৫ মিনিট থেকে রাত ২ টো ৩০ মিনিট পর্যন্ত অলাইনে পূর্ব রেল, দক্ষিণপূর্ব রেল, পূর্বউপকূলীয় রেল, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল, উত্তরমধ্য রেল, দক্ষিণপূর্বমধ্য রেলের টিকিট কাটা যাবে না বলে জানানো হয়। তবে সকালেই টিকিট বুকিং করবে না পেরে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে অনেক যাত্রীই অভিযোগ করতে থাকেন যে, আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট থেকে ট্রেনের টিকিট কাটতে পারছেন না। পরবর্তীতে কেউ আইআরসিটিসির ওয়েবসাইটেই টিকিট করতে পারছিলেন না। বরং ওয়েবসাইটে ঢোকার সময় একটি সর্ফস্টিং ব্যর্থায় বলা হয়, ‘ডাউনটাইম মেসেজ রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ইটিকেটিং পরিষেবা মিলছে না। মধ্য কয়ে কিছুক্ষণ পরে ঠেঠা করেন। টিকিট ক্যানসেলিং করা এবং টিডিআর ফাইলের জন্য কাস্টমার কেয়ার নম্বর ১৬৬৪৬, ০৭৫৫-৬৬৩০৬৬১ ০৭৫৫-৪০৯০৬০০-তে ফোন করুন। অথবা e-ticketsirc.co.inppতে মেল করুন। এরপরই আইআরসিটিসির তরফে টুইট করে জানানো সমস্যার কথা।

শনিবার থেকে কলকাতায় ৫ম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাই : আগামী শনিবার ২৯ জুলাই কলকাতায় শুরু হচ্ছে ৫ম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে তিন দিন। এটি হবে নন্দন ১ ও নন্দন ২-এ বেলো ১১টা থেকে রাত আটটা। ব্যবস্থাপনায় থাকবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-ইকমিশন। আগামী ২৭ জুলাই এ উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী প্রাভা বসু এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ উপস্থিত থাকবেন। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের একমূল অভিনেতা অভিনেত্রী উপস্থিত থাকবেন। মোট ২৪টি ছবি দেখানোর কথা। এগুলো মধ্য্যে আছে হাসিনা ‘আ উর্টস টেন’, ‘জেকে ১৯৭১’, পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রদীপ ঘোষের ‘বীরকথা প্রীতিভা’, ‘গণ্ডী’ প্রভৃতি। মঙ্গলবার বিকালে কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয়।

বিধায়কের মৃত্যু ঘিরে ফের হইচই এসএসকেএমে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাই : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়ের এসএসকেএমে মৃত্যু ঘিরে মঙ্গলবার হইচই হয়। বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবারের সদস্যরা। বিধায়কের ছেলে প্রদীপ রায়ের অভিযোগ, অব্যবস্থার কারণে সমস্যায় পড়তে হয়। আরও দাবি, মাঝরাতে শয্যায় শুয়ে ঠান্ডায় কাঁপছিলেন বিজেপি বিধায়ক। প্রদীপুবাবু বলেন, ‘কন্ডল, চাদরও জোটেনি। পরে অভিযোগ করায় চাদর এনে দেওয়া হয়।’ শুধু তাই নয়। বিষ্ণুপদ রায়ের পরিবারের অভিযোগ, মাঝরাতে স্টেটচার ঠেলে পরিবারের সদস্যদেরই রোগীকে উডবার্ন ব্লকে সিট স্ক্যান করতে নিয়ে যেতে হয়। শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে রবিবার রাতে এসএসকেএমে ভর্তিহয়েছিলেন বিষ্ণুপদ রায়। রাতেই ছোট একটি অস্ত্রোপচার হয়েছিল তাঁর। বিধায়কের পরিবার সূত্রে খবর, তাঁর পর থেকে ধীরে হলেও অবস্থা ভাল হচ্ছিল ধূপগুড়ির বিধায়কের। কিন্তু এ পরেই তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে, বলে দাবি পরিবারের। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের অভিযোগ, ‘আমরা ভরসা করে এসেছিলাম, বিষ্ণুদিকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু পারলাম না। কেন পারলাম না, সেটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে যারা জড়িত, তাঁরাই বলতে পারবেন। কিন্তু এখন যেন বার বার করে মনে পড়ছে, আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী সূরত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সময়ও এখানে বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছিল। হালে, তৃণমূল বিধায়ক মনন মিত্রও উচ্চগ্রামে বেশ কিছু অভিযোগ করেছিলেন, বলেছিলেন এখানে রোগী নিয়ে আসা উচিত নয়। পরবর্তীতে হয়তো রাজনৈতিক কারণে মত পাল্টান। ...এইসব ভাবাম।’

আরামবাগে ডেঙ্গি সচেতন বাড়াতে র্যালি ও কর্মসূচি



বনস্পতি দে, আরামবাগ, ২৪ জুলাই : ডেঙ্গি-মুক্ত আরামবাগ শহর গড়তে পৌরসভার পক্ষ থেকে গোটা শহর জুড়ে একটি পরিষ্কার চালানো হবে। এছাড়াও ডেঙ্গি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রকল্প চলবে সাত দিন ধরে। আরামবাগবাসীকে সচেতন করতে এই র্যালি বলে জানালেন কর্তবরতর আধি কারিকরা। বাড়ির ছাদে এবং আশপাশের বিভিন্ন জায়গার জমে থাকা জলে ডেঙ্গির মশা জন্মায়। বর্ষায় জল জমতে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি, নিজেদের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। এরকম নানা বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতেই এই র্যালি বলে জানায় পুরসভা। স্থানীয়দের বোঝানো ন্য, যাতে কোথাও ডেঙ্গি ছবি দ্রুত পুরসভায় খবর দেওয়া হয়। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে পুরসভা। পৌরসভার কর্তৃপক্ষরা জানান, বর্ষাকালে বিভিন্ন জয়গায় নর্দমা এবং বাড়ির আশপাশে জমে থাকা নোংরা আবর্জনা থেকে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ে। তাই পৌরসভার পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আগামী সাতদিন ধরে সেচেতনতা র্যালি ও নানি কর্মসূচি চলবে।

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

হ্যান্ডলুম শাড়ি, রূপোর গয়নায় বাজিঘাত স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের সাজ মানেই একটা আলাদা কিছু। আনকোরা সাজপোশাকে বারবারই তিনি ট্রেন্ড সেট করে এসেছেন। অভিনয় ছাড়াও নিজের ফ্যাশন স্টেটমেন্টের জন্য সবসময়ে খবরের শিরোনামে থাকেন। তাঁর শাড়ি, ব্লাউজের কালেকশন দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া জোড়া হয়। গয়নার কালেকশনও নেহাত মন্দ নয়! সোনা, রূপো, হালকিলের রকমারি গয়নার সস্তার অভিনেত্রীর কাছে। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের শিদ্ধ সাজপোশাকের বারবার মুগ্ধ হন অনুরাগীরা। কখনও হালকা সূতির শাড়ির সঙ্গে জমকালো সুতার কাজ করা রাউজ, আবার কখনও বা হ্যান্ডলুম শাড়ির সঙ্গে মানানসই গয়নায় নেটদুনিয়ার র‍্যান্সপ কাঁপিয়ে দেন। সাহস আর অভিজাতের এক অদ্ভুত মেলনঙ্গন থাকে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের সাজপোশাকে। মারোমধ্যেই শাড়ি পরে মোহমরী রূপে ধরা দেন অভিনেত্রী। এবারও স্টাইলিং এবং ফ্যাশন স্টেটমেন্টে

ভক্তদের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিলেন স্বস্তিকা। পরনে সবুজ পাড় আর গোটা জমিনে নীল সুতো দিয়ে কাজ এক অতিরিক্ত আভিজাত্যের হোঁয়া দিয়েছে হ্যান্ডলুম শাড়িতে। তার সঙ্গে গ্লিসি তসর ম্যাটেরিয়ালের হল্টারনেক ব্লাউজ। গলায়কানে মাছের নকশাকাটা হার, রুমকোজোড়া, নাকে রূপোনিখা কপালে বেগুনি টিপা খোপায় বাঁধা ফুলা আর মোটা ফ্রেমের চশমা। মিনিমাল মেকআপে স্নিদ্ধ সুন্দরী হার, উঠেছিলেন, স্বস্তিকা। এই শাড়িটা ডিজাইনার অভিষেক রায়ের কালেকশনের। পরমা ঘোষের কালেকশনের লাল পাড় সাদা শাড়ি পরেও আরেকটা ফ্যাশন ফটাস্টেট করেছেন স্বস্তিকা। আসলে সবরকম পোশাকেই বেশ সাবলীল স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। সিনেমার স্ক্রটিংয়ে নিজের মায়ের শাড়ি- গয়নাও পড়েন অভিনেত্রী। সেই প্রসঙ্গে স্বস্তিকা বলেন, মায়ের জিনিস পড়লে মনে হয়, মা সবসময় আমার সঙ্গেই রয়েছেন।

প্রিজারভেটিভ ছাড়া পণ্যই কি ভালো। অনেকে রূপচর্চার পণের গায়ে ‘প্রিজারভেটিভ ফ্রি’ লেখা দেখে পণ্য কেনেন। ‘স্বকের জন্য প্রিজারভেটিভ সাধারণত ক্ষতিকর নয়। রূপচর্চার পণ্যে গ্লাইকল, সোডিয়াম বেনজয়ে ইত্যাদি নানান নিরাপদ প্রিজারভেটিভ ব্যবহৃত হয়। তবে যেকোনো কিছু ব্যবহার করার আগে জেনেশুনে, যাচাই করে ব্যবহার করা ভালো।’ রূপচর্চার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক উপাদানের চেয়ে প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করাকে বেশি নিরাপদ মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, ‘রূপচর্চার পণ্যে জীবাণুর বিস্তার রোধ করাকে প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয়েছে। ‘অন্যলানে কেউ কেউ ভালে প্রারামর্শ দিলেও বেশির ভাগই ভাইরাল হওয়ার জন্য যা ইচ্ছা, তাই করছেন।’ স্বকের জন্য



আজকাল নানাজন রূপচর্চার নিজস্ব সব পদ্ধতির কথা জানান। এসব পদ্ধতিতে হাতের কাছে থাকা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করতে দেখা যায়। কেউ লেবু দিয়ে তৈরি করেন ফেসপ্যাক, কেউ ব্যবহার করেন দারুচিনির গুঁড়া। কেউ মুখে মাখছেন জেলোচিন (তো কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে তৈরি করছেন আদা, রসুন, পোঁয়াজ ছাড়াও আরও অনেক কিছুর ফেসপ্যাক! প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চার পদ্ধতির যেন কোনো শেষ নেই! কিন্তু এভাবে যা ইচ্ছা তাই

সিমুলতলা স্টেশনে চারটি মেলএক্সপ্রেস ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ

কলকাতা, ২৫ জুলাই : শ্রাবণী মেলা হল একটি শুভ তীর্থ যা দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্তকে আকর্ষণ করে। পবিত্র শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত এই বিশাল সমাবেশটি হল শিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের তাৎপর্য স্বীকার করে এবং ভক্তদের সহজ চলাচলের সুবিধার্থে, রেলওয়ে চারটি মেলএক্সপ্রেস ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে। ০৩৫১১। ০৬৫২১ আসানসোল -পাটনা-আসানসোল, ০৩২৪৩/ ০৩২৪৪ জাসিডি-দানাপুর-জাসিডি, ০৩৬৯৭/ ০৩৬৯৮ জাসিডি-গয়া- জাসিডিহ এবং ০৩৬৮৭। ০৩৬৮৮ জাসিডি -গয়া-জাসলন সেশ্পাল ট্রেনে দুই মিনিটের জন্য শ্যাভান্টার স্পেশাল। ০৩৫১১। ০৩৫১২ আসানসোল- পাটনা-আসানসোল শ্রাবণী মেলা বিশেষ সিমুলতলায় পৌঁছাবে যথাক্রমে ১৯.০০ ঘট্টা এবং ০৬.০৫ টায়। ০৩২৪৩/ ০৩২৪৪ জাসিডি দানাপুর- জাসিডিহ শ্রাবণী মেলা বিশেষ সিমুলতলায় পৌঁছাবে যথাক্রমে ১৪.৪৯ এবং ১২.২০ টায়। ০৩৬৯৭/ ০৩৬৯৮ জাসিডি-গয়া- জাসিডি শ্রাবণী মেলা বিশেষ সিমুলতলায় পৌঁছাবে যথাক্রমে ০৮.০৪ ঘট্টা এবং ০৫.০০ টায়। ০৩৬৯৭। ০৩৬৮৮ জাসিডিহ- গয়া- জাসিডি শ্রাবণী মেলা বিশেষ সিমুলতলায় পৌঁছাবে যথাক্রমে ১১.২৪ এবং ০৯.০০ টায়।

আই আই এ ইন্ডিয়া ক্যালকাটা চেন্টার জয়েন্ট অডিট কনক্লের্ড এর আয়োজন

কলকাতা, ২৫ জুলাই : দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটরস ইন্ডিয়া ক্যালকাটা চ্যান্টার ২১ এবং ২২ জুলাই, ২০২৩ তারিখে তাজ বেঙ্গলে ইন্টার্নাল অডিট ঃ বিজনেস রিস্ক মিটিগেটর থিমে জয়েন্ট অডিট কনক্লের্ডের আয়োজন করেছে।



অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অডিক্রপ সরকার। সমস্ত প্রধান দক্ষ প্রতিষ্ঠান আই আই এস অ আই, আইসিএমএআই, এবং আই আই সি এস অ আই ইভেন্টটিকে সিপিই ঘট্টার ফ্রেডিট বরাদ্দের জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে। কনক্লের্ডে, সমসাময়িক গুরুত্বের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিভিন্ন সেশনে আলোচনা করা হল যেমন ইন্টার্নাল অডিট ঃ ব্যবসায়িক বুকিং হ্রাসকারী, চ্যাট জিপিটির ব্যবহার, পরিষেবা খাতে প্রযুক্তি ঃ নিয়ন্ত্রণ এবং চ্যালেঞ্জ, এআই ঃ আশীর্বাদ বা চ্যালেঞ্জ-রাউন্ড টেবিল, পেশা পরিবর্তন করা-পেশাদারদের কীভাবে পরিবর্তন করা দরকার, এসজিএ এবং কার্যকরী শাসন ২১ শতাব্দী- ভারত উন্নয়ন। বিশিষ্ট বক্তাদের তালিকায় ছিলেন মিঃ অডিক্রপ সরকার, মিসেস উমা প্রকাশ, মিঃ রঞ্জিত কুমার আগারওয়াল মিঃ মনীশ গুপ্ত , ডাঃ আতাউর রহমান, সিএ এপি জাদিদ, মিঃ সৌরভ মিত্র, মিঃ রাজ মল্লিক, মিঃ অরুণ সরকার এবং আরও অনেকে। মিঃ সুব্রন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, আইআইএ সিপি, বলেন, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা-ব্যবসায়িক বুকিং হ্রাসকারী থিমাটি আজ এই বিপর্যয়মূলক প্রযুক্তির যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক - সমস্ত প্রধান স্টেকহোল্ডাররা আজ কীভাবে ব্যবসার বুকিং কমানো যায় তা নিয়ে ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন। অব্যাহত লাভজনকতা নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষককে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ওঠা সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। অধিবেশনে প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি এআই এবং ব্লকচেইনের মতো নতুন প্রযুক্তি কে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় কীভাবে প্রয়োগ করবেন। শ্রী দেবশীখ ঘোষ, চেয়ারম্যান- স্বেমেলন কমিটি, আইআইএ ইন্ডিয়া ক্যালকাটা চ্যান্টার বলেন যে ইনস্টিটিউট অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মশালা পরিচালনা করার পরিকল্পনা করছে।

গাদসা উপত্যকায় মেঘ ভেঙে ক্ষয়ক্ষতি

কুল্ল, ২৫ জুলাই : মঙ্গলবার সকালে মেঘ ভেঙে কুল্লুর গাদসা উপত্যকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেড় শতাধিক ঘরবাড়ি। অনেক গবাদি পশুও মেঘ ভাঙা বৃষ্টির বজ্রের তালিতে গেছে। মঙ্গলবার ভোর ৪ টার দিকে পাঁচনলায় মেঘ ভেঙে এই ঘটনা ঘটে। মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যার খবর পাওয়া মাত্রই গোটা উপত্যকায় আতঙ্কের পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে বন্যায় পাঁচটি বাড়ি সম্পূর্ণ প্রাণিত হয়েছে, প্রায় ১৫ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যায় দুটি সেতুও ভেঙ্গে গেছে। কুল্ল জেলা প্রশাসক আশুতোষ গর্গ জানিয়েছেন, মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে গাদসা-মানিয়ার রাস্তা অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। বেসরকারি ও সরকারি জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুটি সেতু ভেঙ্গে গেছে এবং কয়েকটি গবাদি পশু ভেঙ্গে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

শরীরের অবহেলিত জায়গাগুলোর যত্ন কিভাবে নেবেন, রইল টিপস

শরীরের বাকি অংশের যত্ন খুব একটা নেওয়া হয় না। ফলাফল, রোদে পড়ে বা দীর্ঘদিন অল্পে ঘাড়, পিঠ বা বাহুমূলে কালো দাগ পড়ে যায়। অবহেলার কারণে শুধু সৌন্দর্যই নয়, স্বকেরও ক্ষতি হতে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশে দাগ পড়ার নানা কারণ থাকতে পারে। বংশগত, অতিরিক্ত ডিওডোরেন্ট ও বডি স্প্রে ব্যবহার, হরমোন সমস্যা, বহুমূত্র রোগ কিংবা হঠাৎ ওজন বেড়ে বা কমে যাওয়া। নিয়মিত ওয়াশিং, শেভিং বা হেয়ার রিমুভিং ফ্রিম ব্যবহারের ফলে বাহুমূলে কালো ছোপ পড়ার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। কালো ছোপের কারণে অনেকেই ছোট হাতা বা বড় গলার পোশাক পরতে চাইলেও পারেন না। নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সঠিক যত্নই এই দাগ দূর করতে বা প্রতিরোধ করতে পারবে, জানালেন এক রূপবিশেষজ্ঞ। অবহেলিত এই জায়গাগুলোর স্বকের যত্নে কিছু পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

ঘাড় - চোখে দেখা যায় না বলে ঘাড়ের অনেক কিছুই আমাদের অলক্ষ্যে থাকে যা। এ থেকেই হতে পারে স্বকের ক্ষতি। সাধারণত ঘাড়ের স্বক একটি নরম ঝা। এ জন্য স্বকের এই অংশের যত্ন নিতে একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বেসন ও লেবুর রস মিশিয়ে ঘাড়ে ২০ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। এই প্যাক নিয়মিত লাগালে ঘাড় পরিষ্কার থাকবে, দাগও হবে না। লেবুর রসের সঙ্গে টক দুই মিশিয়ে নিয়মিত ঘাড়ে মালিশ করতে পারেন। এতে ধীরে ধীরে কালো দাগ দূর হয়ে যাবে।

পিঠ - পিঠকে বলা যায় শরীরের সবচেয়ে অবহেলিত অংশ। স্বকের এই অংশ মেয়েরা দেখা যায় না, তেমনি সহজে নাগাল পাওয়াও ভরা। এই কারণে পিঠের যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ জন্য পিঠে

কালো দাগ ও ব্রণের সমস্যা দেখা দেয়। এখন বাজারে লম্বা হাতলওয়ালা স্ফাবার পাওয়া যায়। এই হাতল দিয়ে সহজেই পিঠের বিভিন্ন অংশ পরিস্কার করা যায়। যদি মাথায় খুশকি থাকে, তবে পিঠে ব্রণের সমস্যা দেখা দেয়। চুল ষোয়ার সময় যেন কন্ডিশনার পিঠে লেগে না থাকে, খোয়াল রাখুন। তারপরও পিঠে যদি ব্রণ হয়ে যায়, তবে গোলাপজলের সঙ্গে আধা চা চামচ মূলতানি মাটি, ১ চা চামচ লবঙ্গগুঁড়া ও ১ চা চামচ দারুচিনিগুঁড়া মিশিয়ে নিন। প্যাকটি সপ্তাহে ৩ দিন পিঠে লাগালে ব্রণ দূর হবে।

বাহুমূল- বাহুমূলের স্বক পাতলা ও সংবেদনশীল। এই জায়গার কালো দাগ অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই কালো দাগ দূর করতে আধা কাপ আলুর রস ও আধা কাপ গাজরের রসে ১ কাপ মসুরির তাল ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ব্রেড করে বাহুতলে লাগিয়ে রাখতে হবে। নিয়মিত এই প্যাক ব্যবহারে কালো দাগ দূর হয়ে যাবে। বাহুমূলে শেড করা থেকে ওয়াশিং করা ভালো।

কনুই ও হাঁটু- ১ চাচামচ চিনি সামান্য জলে গুলে ঘন রস বানিয়ে নিন। এতে পাঁচলিহেবুর রস মিশিয়ে কনুই বা হাঁটুতে লাগিয়ে নিন। ৫ থেকে ৭ মিনিট তাই রাখলে ফেলুন। এটি সপ্তাহে ২ থেকে ৩ দিন করলেই ভালো ফল পাবেন। স্বকের কালো ছোপ তুলতে টমেটো দিয়ে বানানো প্যাক কাজে দিতে পারে। কনুই ও হাঁটুর কালো অংশে ঘষে নিন টমেটো। ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন। এ কনুই ও হাঁটুতে লাগিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। এবার এই মিশ্রণ হাঁটু ও কনুইয়ে ঘষে

উত্তরাখণ্ডে দু’সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বৃষ্টির তাণ্ডব চলছে। এর আগেও বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কে এই মরসুমে একাধিক বার ধস নেমেছে।

বদ্রীনাথ যাত্রাও আবার ধস নামায় এই পূণ্যযাত্রায় প্রভাব পড়ছে। অন্য দিকে, যমুনোত্রী জাতীয় সড়কও ধসের কারণে বহোলা চার দিন বন্ধ হয়ে পড়ে এই জাতীয় সড়ক। টানা বৃষ্টির জেরে রাজা জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক-সহ তিনশোরও বেশি রাস্তা বন্ধ। ধস সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে চিকি্, কিন্তু লাগাতার বৃষ্টির কারণে বার বার ধস নামছে বলে জানিয়েছে প্রশান। যার জেরে সাধারণ যাত্রী এবং পূণ্যার্থীরা বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়ছেন। আবহাওয়া ভবন জানিয়েছে, এখনই বৃষ্টি কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। তারা জানিয়েছে, ২৫ এবং ২৬ জুলাই ভারী বৃষ্টি হবে। ৩০ জুলাই পর্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। শুধু তাই-ই নয়, এই সময়ে কোনও কোনও জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলকে সুরক্ষামূলক সম্পদের আপগ্রেডেশনের জন্য ৩৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ

মালিগাঁও, ২৫ জুলাই : গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষামূলক সম্পদের প্রতিস্থাপননবীকরণ আপগ্রেডেশনের জন্য ২০১৭-১৮ সালে পাঁচ বছরের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার সাথে রাষ্ট্রীয় রেল সুরক্ষা কোষ (আরআরএসকে) প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১৭- ১৮ থেকে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত আরআরএসকে-এর কাজের জন্য ১.০৮ লক্ষ কোটি টাকা মোট ব্যয় হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে কোর্পোরেশনের আয়আরএসকে ফান্ড থেকে ২০২৬-এর মে পর্যন্ত মানুষের বিফলতার জন্য হওয়া ঘৃণ্টানা লুপ্ত করতে ৬৪২৭টি স্টেশনে পর্যেট ও সিগন্যালের সেন্ট্রালাইজড অপারেশন সহ ইলেকট্রিক্যাল / ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম প্রদান করা হয়েছে, লেভেল ক্রসিং গেটে সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য ১১০৯৬টি লেভেল ক্রসিং গেটকে ইন্টারলক করা হয়েছে। ৬৩৭৭ টি স্টেশনে সম্পূর্ণ ট্র্যাক সার্কিটিং প্রদান করা হয়েছে। লোকো পাহিলটের সতর্কতা নিশ্চিত করতে বন লোকোমোটিভে ডিজিগেল কন্ট্রোল ডিভাইস (ডিসিপি) বসানো হয়েছে। কুশাশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার জন্য যখন দূরশ্যমানতা কম হয় তখন সামনের সিগন্যাল সম্পর্কে কন্ট্রীনের সতর্ক করতে জপিএস ভিত্তিক ফগ সেকটি ডিভাইস (এফএসডি)-এর পাশাপাশি বৈদ্যুতিক অক্ষলগুলিতে রেট্রো-রিসফ্লেকটিভ সিগনা বোর্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রাইমারি ট্র্যাক নবীকরণের সময় ৬০ কেজি, ৯০ আন্টিমেট টেনসাইল স্ট্রেংথ (ইউটিএস) রেল, ট্রিগ্গেড কলকট্রি প্লিগার (পিএসসি) দ্বারা গঠিত

আধুনিক ট্র্যাক পরিকল্পনা ব্যবহার করা হচ্ছে। মানব ক্রটি হ্রাস করার তৈরিকারিত পিকউপারএস, ডিআরটি, টি-২৮ ইত্যাদির মতো ট্র্যাক মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে ট্র্যাক বসোনার কাজের যান্ত্রিকীকরণ করা হয়। ওএমএস এবং টিআরসি (ট্র্যাক রেকর্ডিং কার) দ্বারা ট্র্যাক জিওমেট্রি পর্যবেক্ষণ করা হয়। ট্রেনের নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করতে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে কোচ ও যোগানে নিরাপত্তা উন্নয়নের জন্য হুইল ইমপ্যাক্ট মোড ডিটেস্টর (ডব্লিউ আইএলডি), হট বক্স ডিটেস্টর (এইচবিডি) ইত্যাদি স্থাপন করা হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে চলমান ট্রেনে চালকের সহায়ক হিসেবে এবং প্রকৃতি কারণে অসুবিধার সময় ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করতে দেশীয়ভাবে তৈরি অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন সিস্টেম কবচ গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়েতে পর্যায়ক্রমিকভাবে কবচ প্রদান করা হচ্ছে। সুরক্ষামূলক দিকগুলি উন্নত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পুরোনো জরাজীর্ণ সম্পদগুলি নতুন সম্পদের দ্বারা আপগ্রেড করে পরিবর্তন করা হচ্ছে। ২০২৬-২৪ অর্থবর্ষের জন্য আরআরএসকে ফান্ড থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সুরক্ষাজনিত আধুনিকীকরণের কাজের জন্য ৩৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মুম্বইয়ের

আন্ধেরিতে ভূমিধস, ধ্বংসস্তূপের নিচে ৫ টি বাড়ি

মুম্বই, ২৫ জুলাই : মুম্বইয়ের পূর্ব আন্ধেরিতে অবস্থিত চাকলা পাহাড়ের একটি অংশ ধসে রামবাগ সোসাইটির পাঁচটি বাড়ি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে গেছে। এ ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়ে দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ করছে। বৃহমুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) টিম রামবাগ সোসাইটির ১৬৫ টি বাড়ি খালি করতে শুরু করেছে। মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিএমসি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রামবাগ সোসাইটি প্রায় ২৫ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। এই সোসাইটির কাছেই চাকলা পাহাড়। এই সোসাইটির লোকজনকে বৃষ্টির আগে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য বিএমসি কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছে, লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই স্থানে বসবাস করছেন। সোমবার রাত ২ টো নাগাদ পাহাড়ের আরেকটি অংশ ধসে রামবাগ সোসাইটির পাঁচটি বাড়ির ওপর পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। ঘটনাস্থল থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরানো হচ্ছে। পাশাপাশি ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজও চলছে।

৬ কেজি শুকনো গাঁজা সহ ধৃত ২

আগরতলা, ২৫ জুলাই : নেশা বিরোধী অভিযানে সাক্ষ্য পেয়েছে ধর্মনার থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬ কেজি শুকনো গাঁজা, ১৯৫ টি ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ৩৫ হাজার টাকা, একটি বাইক সহ দুটি মোবাইল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সাথে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। আজ সকালে অভিযুক্তদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে থানায় খবর আসে ধর্মনার দুর্গাপুর এলাকায় প্রচুর পরিমাণে নেশা সাধারণ মজুত রয়েছে। সেই মোতাবেক সোমবার গভীর রাতে ধর্মনার পুর পরিষদ এলাকার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জামসেদ আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছিল। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬ কেজি শুকনো গাঁজা, ১৯৫ টি ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ৩৫ হাজার টাকা, একটি বাইক সহ দুটি মোবাইল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

মেট্রো স্টাফ একজন অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করল

কলকাতা, ২৫ জুলাই : ২২.০৭.২০২৩ তারিখে প্রায় ১০.০০ টায়, প্রায় ৩৬ বছর বয়সী একজন মহিলা যাত্রী দমদমে থেকে রবীন্দ্র সদনে যাত্রা করছেন। ট্রেনে ওঠার পর, তিনি স্টেশন চত্বরে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। তার মা,

যিনি তার সাথে ছিলেন, স্টেশন স্টাফ এবং আরপিএফের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যের জন্য ছুটে আসে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টুচারে করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে চিকিৎসার জন্য তাকে মায়ে সাথে সন্ধান পাণ্ডিত হাসপাতালে পাঠানো হয়। মহিলা আরপিএফ এবং স্টেশনের কর্মীরাও তাদের সঙ্গে হাসপাতালে যান।

Name Change
I, SANAK DAS (old name) S/O LATE ROHINI KUMAR DAS Presently residing at AW17, Arunachal (West), Panihat(M), Sodepur, North 24 Parganas, Pin-700110 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SANAK KUMAR DAS, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 25/07/2023. SANAK DAS and SANAK KUMAR DAS both are same and one identical person.

Name Change
I, ADWAY BANDYOPADHYAY (old name) S/O BAGULA RANJAN BANERJEE Presently residing at Kashipur CTI, Dasnagar, Howrah-711105 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)ADWAY BANERJEE, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 25/07/2023. ADWAY BANDYOPADHYAY andADWAY BANERJEE both are same and one identical person.

Name Change
I, MOMTAJ BEGUM (old name) W/O SK MOZAMMEL HOSSAIN Presently residing at 108/C, Madhur Saheb Math Lane, PS-Rajabagan, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MAMTAJ BEGUM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 25/07/2023. MAMTAJ BEGUM and MAMTAJ BEGUM both are same and one identical person.

Name Change
I,LUTFAR BIBI (old name) W/O MOTIAR GAZI Presently residing at Vill-Mahammadpur, PO-Kadampukur, PS-Rajarhat, Dist- North 24 Pgs-700135 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) LUTFA BIBI GAZI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/07/2023. LUTFAR BIBI and LUTFA BIBI GAZI both are same and one identical person.

Name Change
I, SITARA BIBI (old name) W/O SAIYAD ALI Presently residing at 36, Ganges Jute Mill, Old Line Quarter, PO Bansberia, PS-Mogra, Dist- Hooghly -712502 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NOOR JAHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/07/2023. SITARA BIBI and NOOR JAHAN both are same and one identical person.

Name Change
I, GULAM HAIDER (old name) S/O TALIB HOSEN Presently residing at Wazid Nagar, Kundu Bagan, PO-Sahaganj, Hooghly-712104 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)GOLAM HAYDAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/07/2023. GULAM HAIDER and GOLAM HAYDAR both are same and one identical person.

Name Change
I,ASHWANI KUMAR SINGH (old name) D/O BINAY SINGH Presently residing at 5, Phasanna Naskar Lane Kasba, PS- Kasba, Kolkata-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHWANI SINGH, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 25/07/2023. ASHWANI KUMAR SINGH and ASHWANI SINGH both are same and one identical person.

Name Change
I, MOUSUMI MONDAL (old name) W/O SURAJ MONDAL Presently residing at 1E/8/C, Chittaranjan Colony, Jadavpur, Kolkata-700032 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOUSUMI MONDAL DEBNATH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/07/2023. MOUSUMI MONDAL and MOUSUMI MONDAL DEBNATH both are same and one identical person.

Name Change
I, FASADU RAHAMAN S/o-ABAS, Residing at Vill - Chowdhur gramur isamal mandal tola, Post- Ratua, PS- Ratua, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. That my name SAHADU RAHAMAN is wrongly recorded in my Son's Passport No-M5690115. Shall henceforth be known as FASADU RAHAMAN. That my name FASADU RAHAMAN and SAHADU RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, MD ABU SAMAD SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- JERAFOT SK, Residing at Vill - Dangapara, Post- Mahalandi, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742180, West Bengal. Shall henceforth be known as ABU SAMAD SK. That my name ABU SAMAD SK and MD ABU SAMAD SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, SOFIA BIBI is wrongly recorded in my Son's Passport No- 55324005, W/o- RAJU SK. Residing at Vill - Madhupur Colony, Post- Bajupur madhupur, PS- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Shall henceforth be known as SABIA BIBI. That my name SABIA BIBI and SOFIA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, RICHA ARYA AGARWAL (old name) W/O ABHIJIT AGARWAL Presently residing at Silberook Prive, Villa No-24, Kalipark, Rajarhat, Gopalpur, Kolkata Bidhanagar Pin-700136 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)RICHA AGARWAL, vide an affidavit sworn before 1st class judicial magistrate at Alipore court on 24/07/2023. RICHA ARYA AGARWAL and RICHA AGARWAL both are same and one identical person.

বর্ষা নামতেই বেড়েছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা, ছাড়া হল গাঙ্গি মাছ



দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ জুলাই : গত বছরের তুলনায় এবছর অনেকটাই কম জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্ত সংখ্যা। জুনায়রি মাস থেকে এখন পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯ জন বলে মঙ্গলবার বিকেলে জানান, মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডাঃতার অসীম হালদার। জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর ডেঙ্গি মোকাবিলায় সমস্ত ভাবেই তৈরি। বর্ষা নামতেই বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। গত বছরের মতো মারাত্মক আকার ধারণ না করলেও সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই ৪৯ ছাড়িয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর তাতেই সিঁদুরে

মেঘ দেখছে স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য দফতরের ক্যালেন্ডারের হিসেবে জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস মশাবাহিত রোগের মাস হিসেবে চিহ্নিত। বছরের এই সময় ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো মশা বাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ে। গত বছর জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সমস্ত হিসেব নিকেশ বলে দেয় ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশারা। গত বছর এপ্রিল মাস থেকে ডেঙ্গু রোগের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয় জলপাইগুড়ি জেলায়। বছর শেষে গিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯০৮ জন। ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুও হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া রানীনগর এলাকায় গাঙ্গি মাছ চাষিরা জানালেন, জলপাইগুড়ি জেলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বেশ কয়েকটি জেলা পুরসভার পাশাপাশি ব্লকেও এই গাঙ্গি মাছ সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের রেকর্ড বলেছে এই বছর জুনায়রি মাস থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে ডেঙ্গু মশারা। মার্চের ১৫ তারিখ পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছে ১৬ জন। জুন মাস পড়তেই সংখ্যাটা লাক্ষিয়ে লাক্ষিয়ে বাড়তে শুরু করে। জুলাই মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৪৯ - এ বলে মঙ্গলবার জানান, মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডাঃতার অসীম হালদার। তবে স্বস্তির খবর গত বছর এই সময় সংখ্যাটা পাঁচশোর ঘর পার করে গিয়ে ছিলো। তুলনামূলক ভাবে এবার আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কম। তবে বিষয়টি কে হালকা ভাবে নিচ্ছে না স্বাস্থ্য কর্তারা। জেলার প্রতিটি ব্লকে রোগ নির্ণয় কর্মসূচি চলছে। অনাসিকে পুরসভা এলাকাতেও ডেঙ্গু প্রতিরোধ কর্মসূচিতে জোর

দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার উদ্যোগে প্রতিটি ওয়ার্ডে এক যোগে কর্মসূচি চলছে। বিভিন্ন ড্রেন ও জলাশয় গুলিতে গাঙ্গি মাছ ছাড়বার পাশাপাশি নিয়মিত ওয়ার্ড সাফসাইফি চলছে। স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেউ জ্বরে আক্রান্ত রয়েছেন কিনা খোঁজ রাখছেন। একইসাথে শুরু হয়েছে সচেতনতা প্রচারা। জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পাণিয়া পাল জানালেন, ডেঙ্গু নিয়ে গত জুন মাস থেকে লাগাতার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বাড়ি বাড়ি টিম যাচ্ছে। পাশাপাশি তারা পৌর এলাকায় গাঙ্গি মাছ ছেড়েছেন। ভিলেজ রিসোর্স পার্সন রীনা মুন্ডা জানাচ্ছেন তারা এলাকার সমস্ত বাড়ি ঘুরে পরিস্থিতি দেখবার পাশাপাশি ডেঙ্গুর সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছেন। এলাকাবাসী সন্তোষ্যে তারা জানালেন তার বাড়িতে ভিলেন রিসোর্স পার্সন এসেছিল। তারা বাড়িতে কেউ জ্বরে আক্রান্ত আছে কিনা তার খবর নিলে। একইসাথে বাড়িতে জল জমে আছে কিনা তা দেখলো। ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা প্রচার করলো।

ঐতিহ্যবাহী পাহাড়পুরে সোনার মূর্তির উদ্ধারের নাম করে বড়সড় প্রতারণার চক, আটক ১



দুরন্ত বার্তা, চাঁচল, ২৫ জুলাই : সোনার মূর্তি উদ্ধারের প্রলোভন দেখিয়ে বড়সড় প্রতারণা। এলাকার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে হাতিয়ার করে প্রতারণার চক। যদিও শেষ মুহূর্তে পর্দা ফাঁসা পুলিশের জালে ১ প্রতারক। সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মালদার চাঁচল-১ নং ব্লকের পাহাড়পুরের ঘটনা। ঐতিহ্যবাহী পাহাড়পুরের ঐতিহ্যমন্ডিত চতীমণ্ডপ থেকে চিলেছাড়া দুরন্তে বাস করেন অনুপ ব্যানার্জি। এক ব্যক্তি বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে অনুপবাবুর বাড়িতে এসে তাদের প্রলোভন দেখাতে শুরু করে। তাদের বাড়িতে মাটির তলায় বহুমূল্যবান বেশ কিছু সোনার মূর্তি রয়েছে বলে জানান তারা। বাড়ির মালিক যদি টাকা খরচ করেন তবে মাটি খুঁড়ে ফেঁদেই সব মূর্তি উদ্ধার করে তাদের হাতে তুলে দেবেন। সেইও প্রথমে নারাজ হন অনুপবাবু। কিন্তু প্রতারকেরা নাছোড়বান্দা ছিলেন। প্রতারক ক্রমশঃ তার প্রতারণার

জাল বিছাতে শুরু করেন। অনুপবাবুর পরিবারকে বোঝান পাহাড়পুরের ইতিহাস। বোঝানোর চেষ্টা করেন ইতিহাস সমৃদ্ধ এই মাটিতে মূর্তি উদ্ধার হওয়া খুব স্বাভাবিক। রাজ আমলে বহু মূল্যবান সোনার মূর্তি আশেপাশি মাটির তলায় রাখা হয়েছিল। মেহেতু তার বাড়ি দুর্গা মন্ডপের একদম কাছে তাই তার বাড়ির আশেপাশে মাটির তলায় বহু মূর্তি রয়েছে সোনার। প্রথমে সোনার না হলেও অবশেষে প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে দেন অনুপ ব্যানার্জি। মূর্তি উদ্ধার করার জন্য প্রতারকের কাছে তিনি ২ লক্ষ টাকা নগদ দেন বলে অভিযোগ। মূর্তি উদ্ধারের কাজে হাজির হয় আরো তিন প্রতারক। শুরু হয় মধ্যে মূর্তি উদ্ধারের প্রক্রিয়া। উদ্ধার হয় তিনটি বেব মূর্তি, একটি ঘটি এবং একটি ত্রিশূল। প্রতারকেরা দাবি করেন উদ্ধার হওয়া এই মূর্তিগুলি। কিন্তু অনুপ ব্যানার্জির বৌমা দেখতে পান তারা নিজেরাই নিজেরের বাগ থেকে মূর্তিগুলো খের করে মাটি খুঁড়ে সেখানে রেখে দিচ্ছে। যা দেখে দানা বাঁধে সন্দেহ। অনুপবাবু প্রতিবেশীদেরকে ডাক দেন। ডাকা হয় স্থানীয় স্বর্ণকারকে। স্বর্ণকার জানান, এইগুলি সোনার নয়। তারপর এই খোঁজ দেওয়া হয় চাঁচল থানায়। অন্যান্য প্রতারকরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও একজনকে হাতেনাতে ধরে পুলিশ। আটক ব্যক্তির নাম ইমাম শেখ, বাড়ি চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়তেের দুর্গাপুর গ্রামে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। প্রতারক ব্যক্তি আরোও কোন চক্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে কিনা। কিভাবে এই ধরনের ঘটনার পরিকল্পনা করত। কে থেকে এই প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিল সব কিছু খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বর্ষায় ভাঙন রুখতে পেরেছে শংকরপুর - তাজপুর উপকূলের সমুদ্র বাঁধ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ জুলাই : পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের রক্ষাবচ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প। তাজপুর থেকে শংকরপুর পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভের পাশেই গড়ে উঠেছে সমুদ্র বাঁধ। যার জেরে বর্ষার উত্তাল সমুদ্রের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে তাজপুর, জামড়া, শ্যামপুর, টেংরামারী গ্রাম। এবার বর্ষায় সমুদ্র বাঁধ রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যেদিকে সমুদ্র বাঁধ নেই অর্থাৎ জলাধা এলাকায় সমুদ্র বাঁধের ভাঙন জারি রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর রামনগর বিধানসভার অন্তর্গত দিঘা - মন্দারমণি মেরিন ড্রাইভ গড়ে উঠেছে। হয়েছে সৌন্দর্য্যবানও। একইভাবে শংকরপুর থেকে তাজপুর পর্যন্ত দীর্ঘদিনের ভগ্নপ্রায়

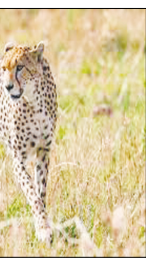
সমুদ্র বাঁধ অবশেষে নির্মাণ করা হয়েছে। এবার সমুদ্র বাঁধ নির্মাণ সঙ্গে সঙ্গে মেরিন ড্রাইভ তৈরি রামনগর বিধানসভায় শাসকদলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তাজপুর, জামড়া শ্যামপুর, টেংরামারী এলাকাসহ রামনগর বিধানসভার তালগাছারী দু নম্বর ব্লকের সমুদ্র বাঁধ নির্মাণ হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে গ্রামবাসীরা। শাসকবিরোধী দুই শিবিরের সমস্যা ছিল এই সমুদ্রবাঁধ নিয়ে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প মেরিন ড্রাইভের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে সমুদ্র বাঁধও। ফলে বৃষ্টি এলাকাবাসী। প্রতিবছর বৃষ্টির সময়, ঝড়ের প্রবল তাণ্ডব বা জলোচ্ছ্বাসের জেরে রামনগর

বিধানসভার তাজপুর শংকরপুর উপকূলবর্তী এলাকা প্রায় ডুবে যেত। প্রতিবছর সমুদ্রের জল ঢুকত গ্রামে। বিপর্যয় পর বিধা জমির যখন নষ্ট হত। মানুষজন হতেন গৃহহীন। ঝড়বৃষ্টির সময় আশ্রয় নিতে হত অন্যত্র। সমুদ্র বাঁধ নির্মাণের ফলে অনেকটাই নিশ্চিত্ত এলাকাবাসী। যদিও বিরোধীরা বলেছে, সমুদ্র বাঁধ আরও উঁচু, আরও উন্নত করার উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি শম্পা মহাপাত্র জানান, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের ফলে সহজেই গ্রামে জল ঢুকে আসত। এবার বাঁধ দেওয়ার ফলে সেটা হচ্ছে না। গ্রামের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

রেডিও কলার থেকেই সংক্রমণ চিতাদের, গলায় ঘা প্রকাশ্যে

ভোপাল, ২৫ জুলাই : বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা আগেই বলেছিলেন, গলায় ঝোলানো রেডিও কলার থেকেই সংক্রমণ হচ্ছে আফ্রিকা থেকে আনা কুনোর জাতীয় উদ্যানের চিতাগুলোর। আর তা থেকেই পরপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে বলে তারা মনে করছিলেন। এবার সেই দাবিরই মিলল চমক্কে প্রমাণ। সম্প্রতি কুনোর ছ’টি চিতার গলা থেকে রেডিও কলার খুলে নেওয়া হয়। সেই কলার খুলতেই গোষে পড়ে তাদের মধ্যে দু’টির শরীরে সংক্রমণ। একেই সংক্রমণ থেকে সচেঁ চিকিৎসা শুরু হয়ে গিয়েছে তাদের। বন অধিকারিকারা জানিয়েছেন, ‘সৌরব’ এবং ‘সৌর’ নামে দু’টি চিতার শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। চিকিৎসকেরা সেই সংক্রমণকে ‘গুরুতর’ বলেও আখ্যা দিয়েছেন। এক বন অধিকারিকের কথায়, ওই চিতাগুলির জন্য গুণ্ধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি আর যাতে এই রেডিও কলার থেকে তাদের শরীরে সংক্রমণ দেখা না দেয়, তাও দেখা হচ্ছে। সোমবার বনদপ্তরের অধিকারিকারা জানিয়ে দিয়েছিলেন, সব চিতাই সুস্থ রয়েছে। কিন্তু চিতাদের ঘা প্রকাশ্যে আসতেই অবশ্রুততে কেন্দ্র। গত পাঁচ মাসে মধ্যপ্রদেশের কুনা জাতীয় উদ্যানে একের পর এক চিতার মৃত্যু হয়েছে। যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয়

সরকারের। চিতামৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিশেষজ্ঞদের একাংশ দাবি করেন, আফ্রিকা থেকে আসা চিতাগুলির মৃত্যুর কারণ



হতে পারে তাদের গলায় থাকা রেডিও কলার। যা নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। তারপরই বনদপ্তরের পক্ষ থেকে দর্শটি চিতার রেডিও কলার খুলে ফেলা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অবশেষে দেখা গেল আশঙ্কাই ঠিক ছিল। উদ্বেগ্য, কুনা জাতীয় উদ্যানে একের পর এক চিতামৃত্যুর ঘটনায় কেন্দ্রকে ভৎসনা করে সুপ্রিমকোর্ট। বিচারপতি বি আর গভাই ফ্লোত প্রকাশ করে বলেছিলেন, গত সপ্তাহে দু’টি মৃত্যু হয়েছে। কেন বিষয়টা প্রেসিঙ্গ হয়? হয়ে উঠছে? এই বিষয়ে কেন্দ্রের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছিল, সরকার তাদের সেরাটা দেখারটা চেষ্টা করছে এই সময়্যার সমাধানে। ৭০ টি চিতা আনতে ৯১.৬৫ কোটি টাকা খরচ করেছে কেন্দ্র। এখনও পর্যন্ত মোট ৮টি চিতার মৃত্যু হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে গড়ে আরও ১২ থেকে ১৪ টি করে চিতা নানিয়ার্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আনা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

তৈরি হবে নতুন বাস টার্মিনাস, এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র



দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : তিনবান্দি মোড়ে উত্তরবঙ্গ রাস্তায় পরিবহন সংস্থার জায়গায় তৈরি হবে নতুন বাস টার্মিনাস ও NBSTC এর প্রশাসনিক ভবন। মঙ্গলবার, দিল্লি থেকে আগত বাস্তবকর তথা স্থপতি পি আর মাহাতোকে সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র সৌতম দেব। এদিন তিনবান্দি মোড়ের নতুন বাস টার্মিনাসের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন মেয়র। তবে, পরিদর্শন শেষে সাবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেলের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন মেয়র। এদিন মেয়র সৌতম দেব বলেন, এই কাজ করতে রেলের তরফ থেকে অসহযোগিতা করা হচ্ছে। এই জায়গা NBSTC এর হলেও রেল নিজের বলে দাবি করছে। এই জায়গার সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে। সকলের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে।

আবার বগটুইয়ে অগ্নিসংযোগ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৫ জুলাই : বগটুইয়ে গত বছরের ২১ মার্চে অগ্নিসংযোগের ঘটনা নেন আজও তাদা করে নেড়াচ্ছে বগটুই গ্রামসহ এতদ অঞ্চলকার। বগটুই পূর্ব পাড়ায় একেবারে গ্রামের ভিতরে আলম সেখের বাড়িতে শনিবারের পর ফের আরেকবার অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলো। শনিবার রাতে জানালা দিয়ে আগুন লাগানোর ঘটনার পর ফের সোমবার রাত তিনটা নাগাদ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এর জেরে মাটির বাড়ির মধ্যে থাকা লেপ তেতক, আসবাববস্তু সব পুড়ে ছাই। কে বা কারা আগুন লাগালো সেই ঘটনার তদন্তে রামপুরহাট থানার পুলিশ। আলম সেখের স্ত্রী মৃণ্মা বিবি বলেন, আমাদের শেওয়ার ঘরে আগুন লাগানোর পর এবার পাশের ঘরে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটলো। আমরা তৃণমূল সমর্থক বলে বিরোধী কোন দল এই কাণ্ড ঘটানো। আমরা চাই বগটুই শান্তি থাকুক। আমার চারিপাশে সবাই ভূমণ্ডলা সবাই আমার পাশে। প্রকৃত দোষীকে ধরে শান্তি দেওয়া হোক।

পূর্ববর্ধমানে অস্বাভাবিক মৃত ৫

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৫ জুলাই : পৃথক কয়েকটি ঘটনায় পূর্ব বর্ধমানে মৃত্যু হল ৫ জনের। প্রথম ঘটনায় অপমৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম তারক সিং(৫৫)। তার বাড়ি মেমারির গন্তায় এলাকায়। রবিবার তিনি নিষা থানা। তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হলে সেখানেই সোমবার তিনি মারা যান। পারিবারিক আশ্রতির কারণে তিনি বিষ খান বলে পরিবারের দাবি। অপর একটি ঘটনায় ব্লিটিং পাউডার খেয়ে আত্মহত্যা করলেন এক প্রৌঢ়া। মৃতার নাম চন্দনা মন্ডল(৫৯)। বাড়ি শক্তিগড় থানার বড়শুল বাজেশপুরে। রবিবার বাড়িতে তিনি ব্লিটিং পাউডার খান। তাকে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই সোমবার তিনি মারা যান। মানসিক সমস্যার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন। অন্য একটি ঘটনায় পুকুর থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। মৃতের নাম রাহুল দাস (২২)। তার বাড়ি বর্ধমান শহরের বাজেপ্রতাপপুরে। পরিবারের দাবি, শনিবার থেকে তিনি নিঃশাে ছিলেন। সোমবার লোকো কলোনী এলাকায় পুকুর থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ তার দেহ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয় বর্ধমান মেডিক্যালো। কিভাবে এই ঘটনা ঘটল, সেই বিষয় নিয়ে পরিবারের লোকজন সঠিক কিছু জানাতে পারেননি। আর একটি ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম গোপাল চৌধুরী (৪৫)। তার বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে। পরিবারের দাবি, তিনি অসুস্থ ছিলেন। দুর্গাপুর থেকে তাকে রেফার হয়ে বর্ধমান হাসপাতালে আনার সময় তিনি মারা যান। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে দেহটি ময়নাতদদের জন্য পাঠিয়েছে।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মালদার দুই নির্যাতিতা মহিলাকে সংবর্ধনা জানানো হল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ জুলাই : জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মালদার দুই নির্যাতিতা মহিলাকে সংবর্ধনা জানানো হল। মঙ্গলবার মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। নতুন শাড়ি, ফুলের মালা এবং কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে মালদার দুই নির্যাতিতা মহিলাকে সংবর্ধনা জানানো হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মধুময় সরকার। উল্লেখ্য, মালদার পাকুয়াহাট এলাকায় চোর সন্দেহে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর করার ঘটনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। এই ঘটনার পর পাল্টা দেষীদের প্রেস্তার না করে এই দুই নির্যাতিতা মহিলাকে প্রেঞ্চতার করে পুলিশ বলে অভিযোগ। যদিও পুলিশ দুই মহিলাকে মারধরের ঘটনায় পূর্জানকে প্রেঞ্চতার করে পরে। এটিকে পাকুয়া পুলিশ ফাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ দিয়ে জেলে পাঠানো হয় দুই মহিলাকে বলে জানা যায়। ঘটনার প্রতিবাদে রড উঠে গোটো জেলা জুড়ে। অবশেষে সোমবার মালদা জেলা আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করে। মঙ্গলবার মালদা জেলা সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পান তারা। জানা যায় এরপর মালদা

মধু ও নিমতিঝোড়া চা বাগানে কয়েকদিন ধরে ধর্মঘট চলছে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুলাই : সমরমত বেতন প্রদান, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে সামিল হল কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগানের শ্রমিকরা। গত দুই দিন ধরে মধু চা বাগানের শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হয়েছে। মঙ্গলবার ও সকাল থেকে বাগানের অফিসের সামনে গেট মিটিং এ সামিল হয় মধু চা বাগানের শ্রমিকরা । শ্রমিকরা জানান দারি না মানা অবধি তাদের আন্দোলন চলবে। অপরদিকে গত তিন দিন ধরে আন্দোলন চলছে আলিপুরদুয়ার জেলার নিমতিঝোড়া চা বাগানে। বকেয়া বেতন প্রদান সহ একাধিক দাবিতে নিমতিঝোরা চা বাগানের শ্রমিকরা তিন দিন থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।



শহরের রথবাড়ি এলাকায় সংবর্ধনা জানানো হয় একটি নির্যাতিতা এই দুই মহিলাকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে।

পূর্ব রেলওয়ে
অসহন ক্যাটালগ নং এমপিএস-২০২৩-১১-II, তারিখঃ ১২.০৭.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কোমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিয়ারএম বিজিঃ, হাওড়া- ৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ) ০৬ বছরের জন্য মাল্টিপার্সপাস সীল বন্ধিরের জন্য ই-অসহন আদায় করলেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ই-অসহন লিঙ্কি মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in দেখুন। অসহনের বিবরণঃ ১ ক্রমিক নংঃ এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিরি ও বন্ধের তারিখ/মাস/নিম্নলিখ নংঃ ৫৬/১১; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১০.৩০ মিনিট। ১২; ৫৬/১২; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজারাই-এমপিএস-৬০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১০.৪০ মিনিট। ১৩; ৫৬/১৩; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিসিজনক-এমপিএস-৫৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১০.৪০ মিনিট। ১৪; ৫৬/১৪; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৬৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১১.৩০ মিনিট। ১৫; ৫৬/১৫; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৬৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১১.২০ মিনিট। ১৬; ৫৬/১৬; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিবিপি-এমপিএস-৫৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১১.২০ মিনিট। ১৭; ৫৬/১৭; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৬২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১১.৩০ মিনিট। ১৮; ৫৬/১৮; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিজারাই-এমপিএস-৪২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.২০ মিনিট। ১৯; ৫৬/১৯; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.২০ মিনিট। ২০; ৫৬/২০; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.২০ মিনিট। ২১; ৫৬/২১; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএইচএম-এমপিএস-৬৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.২০ মিনিট। ২২; ৫৬/২২; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৬৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.২০ মিনিট। ২৩; ৫৬/২৩; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৬৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ২৪; ৫৬/২৪; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৬৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ২৫; ৫৬/২৫; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৬৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ২৬; ৫৬/২৬; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৬৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ২৭; ৫৬/২৭; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ২৮; ৫৬/২৮; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ২৯; ৫৬/২৯; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩০; ৫৬/৩০; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিআর-এমপিএস-৫০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [সরক্ষিত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩১; ৫৬/৩১; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩২; ৫৬/৩২; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩৩; ৫৬/৩৩; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩৪; ৫৬/৩৪; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩৫; ৫৬/৩৫; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩৬; ৫৬/৩৬; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩৭; ৫৬/৩৭; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩৮; ৫৬/৩৮; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৩৯; ৫৬/৩৯; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৪০; ৫৬/৪০; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৪১; ৫৬/৪১; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৪২; ৫৬/৪২; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত] ও ০৭.০৮.২০২৩ সর্বস্ব ১২.৩০ মিনিট। ৪৩; ৫৬/৪৩; এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্সপাস স্টলস) [অসরক্ষিত -

